POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة انفال:28)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

(আল আনফাল: ২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 8

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23 শে ফেব্রুয়ারী, 2023 2 শাবান 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব

১৪৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.)বলেছেন: আমাকে এমন জনপদে (যাওয়া)-র আদেশ দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য জনপদকে খেয়ে ফেলবে। এটিকে 'ইয়াসরাব' বলা হয় আর সেটি হল মদীনা যা (অসৎ) মানুষদের (জঞ্জালের ন্যায়) বের করে দিবে যেভাবে লোহার ভাটা লোহার ময়লা বের করে দেয়।

নোট: হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেন: মদিনার যথাযথ পবিত্রতা একমাত্র তখনই বজায় থাকতে পারত যদি দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরা সেখানে না থাকত। পরের ঘটনাক্রম আঁ হযরত (সা.)-এর কথাটির অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়ন করেছে। ইহুদী গোত্রগুলি চুক্তিভঙ্গ করেছিলে এবং বাইরের শত্রুদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে মদীনার উপর আক্রমণ করিয়েছিল। অবশেষে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে একে একে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর কথার দ্বিতীয় অংশটিও সেই সময় পূর্ণ হয় যখন মদীনা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে এবং খলীফায়ে রাশেদীন-এর যুগে বিরাট বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। অন্যান্য জনপদকে খেয়ে নেওয়ার অর্থ সেগুলি বিজিত হবে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু ফাযায়েলুল মাদীনা, ২০০৮)

জুমআর খুতবা, ২৩ শে ডিসেম্বর, ২০২২
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

এযুগে ইসলামকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত নৈরাজ্য বিরাজ করছে সেগুলি দূর করতে অংশ নেওয়া একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

ভবিতব্য

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে অনেকে এমন আছে যাদের আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিশ্চিত। তারা বিরোধিতা করে আর ফিরিশতারা তাদেরকে দেখে হাসে, এই জন্য যে অবশেষে তারা এদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা আমাদের গোপন জামাত যা একদিন আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

এ যুগের প্রধান ইবাদত

"এযুগে ইসলামকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত নৈরাজ্য বিরাজ করছে সেগুলি দূর করতে অংশ নেওয়া একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক। সেই নৈরাজ্য দূর করতে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ করাই হল প্রধান ইবাদত। বর্তমান কালে যে দুরাচার ও কদাচার বিরাজ করছে, সেগুলিকে নিজের বক্তব্য, জ্ঞান এবং খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তিসহকারে নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারা নির্মূল করা প্রত্যেকের কর্তব্য। কেউ যদি ইহজগতেই সুখ ও আনন্দ লাভ করে নেয় তবে লাভ কি? পৃথিবীতেই যদি প্রতিদান পেয়ে যায় তাহলে কি আর লা করলে! পরকালের প্রতিদান লাভ কর যা অসীম। প্রত্যেকের মধ্যে খোদার একত্ববাদের জন্য এমন উন্মাদনা থাকা চাই যেমনটি স্বয়ং খোদা স্বীয় একত্বের জন্য আবেগ রাখেন। ভেবে দেখ! পৃথিবীতে আঁ হযরত (সা.)এর ন্যায় নিপীড়িত ব্যক্তি কোথায় খুঁজে পাবে? এমন কোনও আবর্জনা নেই যা তাঁর দিকে নিক্ষেপ করা হয় নি, এমন কোন কুবচন নেই যা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় নি। এটি কি মুসলমানদের জন্য চুপ করে বসে থাকার সময়? যদি এই মুহূর্তে কেউ উঠে না দাঁড়ায় এবং সত্য সাক্ষী দিয়ে মিথ্যাবাদীর মুখ বন্ধ না করে দেয় এবং আমাদের নবীর উপর নির্লজ্জভাবে অপবাদ দেওয়াকে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করাকে বৈধ বলে ধরে নেয়, তবে স্মরণ রেখো যে এমন মুসলমানকে গুরুতর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। যা কিছু জ্ঞান তোমরা অর্জন করেছ তা এই পথে ব্যয় করে মানুষকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা উচিত। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, দাজ্জালকে তোমরা হত্যা না করলেও সে এমনিই মারা যাবে। একটি বিখ্যাত প্রবাদ রয়েছে- 'হার কামালে রায ওয়ালে'- অর্থাৎ প্রত্যেক শিখরের পতন অবশ্যম্ভাবী। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই বিপদাপদের শুরু আর এখন তা শেষ হওয়ার সময় আসন্ন। প্রত্যেকের কর্তব্য, যতদূর সম্ভব মানুষকে আলো দেখানোর চেষ্টা করা ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৬-৩৫৭)

যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি শৃঙ্খলে সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে এর স্রষ্টা হিসেবে একজন খোদাকেই স্বীকার করতে হবে।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)সূরা নহলের ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এখানে যে বলা হয়েছে যে, তোমাদের খোদা এক ও অভিন্ন-এটি কেবল দাবিসর্বস্ব নয়।কুরআন করীম যখন অস্বীকাকারীদেরকে সম্বোধন করে, তখন শুধু দাবি উপস্থাপন করে না, কেননা শুধু দাবি তাদের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং এমন ক্ষেত্রে সে দুটির মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করে। হয় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে, অথবা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পর এই উপসংহার করে। এই দুই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের মন আশ্বস্ত হয়। এবং কার্যত এই উভয় পন্থাই অত্যন্ত উপযোগী। অনেক সময় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা কার্যকরী হয় আর অনেক সময় ঘটনা বর্ণনা করার পর যুক্তি দেওয়া বেশি উপযোগী হয়। এখানে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্রথম আয়াতের যৌক্তিক উপসংহার পেশ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একসূত্রে গ্রোথিত রয়েছে এবং একটি বস্তু অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি হল মূল বিষয়। তার প্রথম খাদ্য হল প্রাণীজ। প্রাণী গাছপালা ভক্ষণ করে। প্রাণীজগত গাছপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আর গাছপালা তথা উদ্ভিদজগত বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্টি লাভ করে আর সেই জল মানুষেরও পানের কাজে আসে। সেই জল থেকে শস্যদানা উৎপন্ন হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সবই দিবারাত্রি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। অপরদিকে এগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যম হল সমুদ্র যার জলরাশি থেকে মানুষ জল লাভ করে আর

(এরপর ১২ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)

(ওয়াকফে নও মেয়েদের ক্লাসের শেষাংশ.....)

তাহমীনা মানশাদ নামে এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, হুযুর কি মনে করেন যে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের পরিণামে, বিশেষ করে রাশিয়ার পক্ষ থেকে ইউক্রেনের উপর সাম্প্রতিক বোমাবর্ষনের ঘটনার পর পৃথিবীর পরিস্থিতি পাল্টে যাবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি কেবল রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয় নয়, এই যুদ্ধ তো ক্রমশ প্রসারিত হবে আর আমার মনে হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন ছেড়ে এগিয়ে যাবে আর গোটা বিশ্বেই যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে। সারা পৃথিবী যদি এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে আমি আশা করি, মানুষ চিন্তা করতে শুরু করবে যে এই সব কিছু কেন হচ্ছে? কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত এ সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করার জন্য খুব কম মানুষ জীবিত থাকবে। আমার মতে, তারা তখন নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সামনে নতজানু হবে, পুণ্যকর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং সত্য ধর্ম অন্বেষণের চেষ্টা করবে। সেই সময় আহমদী নারী ও পুরুষদের কাজ হবে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেখানো এবং তাদেরকে এই বোঝানো যে তোমরা নিজেদের কামনা বাসনাকে অনুসরণ করার ফল ভোগ করে নিয়েছ। এখন আল্লাহ্‌র নির্দেশিত হিদায়াত ও বিধিনিষি অনুসরণ কর এবং আমার উপর ঈমান আন। তোমরা যদি এখনও ঈমান না আন তবে তোমাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত আর পরিণামে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কি ঘটতে চলেছে তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু কিভাবে জগতবাসীরা তাদের স্রষ্টাকে চিনিয়ে দেওয়ার প্রচার করবে তার প্রস্তুতি আহমদীদের নিতে হবে।

তানিয়া আঞ্জুম কুরায়েশী নামে এক ওয়াকা প্রশ্ন করে যে, অনেক সময় দেখা গেছে যে, জামাতেও এমন শিশু রয়েছে যাদের মানসিক বিকাশ কম হয় অথবা মানসিক প্রতিবন্ধী, যারা অটিজমে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদেরকে কটুক্তি করা হয়। এই কটুক্তিকে কিভাবে রোধ করা যেতে পারে আর এ প্রসঙ্গে কিভাবে ধৈর্য ও সহনশীলতা তৈরী করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: লোকেরা যদি এমন শিশুদের প্রতি যত্নবান না হয়, তাদের পিতামাতার ভাবাবেগের প্রতি যত্নবান না হয়, তবে এমন লোকের মূর্খ। এমনটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাদের প্রতি রোগীসুলভ আচরণ করা উচিত আর সেই সব শিশুদের পিতামাতার প্রতি সহনাভুতি প্রদর্শিত হওয়া কাম্য। এটাই একমাত্র পথ যার সম্পর্কে আমি সবসময় বলে থাকি। আজকাল অটিসম বা সামান্যত এডিএইচডি ১০-১৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। অতএব, এটিকে প্রতিহত করা দরকার আর শিশু ও পিতামাতার ভাবাবেগের প্রতি যত্নবান থাকা উচিত এবং তাদের প্রতি রোগীসূলভ আচরণ করা উচিত।

তামসিলা মুদাসসের সাহেবা প্রশ্ন করেন যে, হযরত আদম (আ.)-এর পূর্বেও যদি মানুষের বাস ছিল, তবে হযরত আদম (আ.)-কে মানবজাতিকেও সিজদা করার আদেশ দেওয়ার পরিবর্তে শুধু ফিরিশতাদেরকেই কেনও আদেশ দেওয়া হল?

হুযুর আনোয়ার বলেন, একথা কোথায় লেখা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাদেরকে বলেছেন যে, আদমই একমাত্র মানুষ যাকে সিজদা কর বা তাকে সাহায্য ও সম্মান কর? একথা কুরআন করীম, বাইবেল কিম্বা অন্য কোনও প্রাচীন ঐশী গ্রন্থে লেখা নেই।যে আদম থেকে আমাদের মানবপ্রজন্ম সৃষ্টি, তার পূর্বেও বহু আদম ছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লা এই কারণেই প্রত্যেক আদমকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন। একবার প্রখ্যাত ধর্মীয় বিদ্বান ও ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হযরত ইবনে আরবী (রাহে.)- এর সম্পর্কে বণিত হয়েছে যে, একবার তিনি যখন উমরা করছিলেন, তখন স্বপ্নে তিনি আরও কিছু মানুষকেও উমরা করতে দেখেন, যারা চেহারাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাঁদেরকে হযরত ইবনে আরাবী জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা কি আদম-সন্তান? তাঁরা উত্তর দিলেন, আপনি কোন আদমের কথা বলছেন? আদম তো বহু আছেন। কুরআন করীমে আমাদের হযরত আদম (আ.)-এর কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আদম কেবল একজন ছিলেন না। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া ছয় হাজার বছর তো মোটেই হয় নি; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দাবি, তাদের ধর্ম ৪৫ হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপভাবে আরও কিছু প্রাচীন জাতি রয়েছে যারা একই দাবী করে থাকে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক যুগের আদমের জন্য সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন। বর্তমান মানবপ্রজন্ম ছয় হাজার বছর পুরোনো, এর পূর্বেও অনেক আদম ছিলেন।

এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করেন যে, কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রতিটি বস্তু নশ্বর। আমার প্রশ্ন হল, এমন বস্তু সৃষ্টির লাভ কি যা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি দেখুন, আপনার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আপনি কি চিরকাল বেঁচে থাকবেন? এই ধারা সমগ্র বিশ্বে প্রবহমান। প্রত্যেক মানুষ জন্ম নেয় আর কিছু কাল পর সে মারা যায়। কেউ ত্রিশ বছর কেউ চল্লিশ বছর আবার কেউ একশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। মানুষের জীবনের আয়ু এতটুকুই। অনুরূপভাবে পৃথিবীরও আয়ু আছে আর মৃত্যুর পরও কিছু সময় আছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেভাবে এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে- এটাই তো তোমাদের বিশ্বাস আর বিজ্ঞানও দাবি করে যে, বিগ ব্যাং-এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি। এরই মাধ্যমে নক্ষত্ররাজি, সৌরমণ্ডল এবং এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে। অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত কিছু সেই কৃষ্ণ গহ্বরে ফিরে যাবে। বিজ্ঞানও সেই কথা বলা যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় বিগ ব্যাং-এর মধ্য দিয়ে এক নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই চান। আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি এভাবেই হয়েছে,আর আমাদের এই পৃথিবীর কোটি কোটি বছর পুরোনো। তাই এ নিয়ে চিন্তিত হবেন না যে পৃথিবীর খুব দ্রুত ধ্বংস হতে যাচ্ছে।

আরফা তানবীর বাট নামে এক ওয়াকফা নও বলে যে, হুযুর! আপনি যখন কোনও দেশের সফর শেষ করে ফিরে যান তখন আহমদীরা ভীষণ বিষন্ন হয়ে পড়ে। হুযুরের আবেগ অনুভুতি কেমন হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি কি মনে করেন যে আমার আবেগ অনুভুতি কেমন হওয়া উচিত? আপনারা যদি আমার ফিরে যাওয়ার কারণে দুঃখিত হও, সেক্ষেত্রে আমার আবেগ অনুভুতি আলাদা কিভাবে হতে পারে? আমারও তেমনটাই হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু সময় পর আপনারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আর ভুলে যান যে আমি এসেছিলাম এবং চলেও গেছি। কিন্তু আমি আপনাদেরকে কখনও ভুলি না। আমি সব সময় আপনাদের জন্য দোয়া করতে থাকি। এভাবেই ব্যবস্থাপনা সচল রয়েছে। এমনটাই হওয়া উচিত যে, যে ব্যক্তি আপনাদের শহর, এলাকা কিম্বা জীবনে আসে তাকে একদিন যেতেই হবে এবং তার জন্য দোয়া করা উচিত। আমাদেরকে একে অপরের জন্য দোয়া করা উচিত। এভাবেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে পারি।এটাই আপনাদের করা উচিত এবং আমারও করা উচিত।

কাশফা ওয়াহাব নামে ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, সূরা নূরের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় জ্যোতি সম্পর্কে বলেন, সেই জ্যোতি জয়তুন তেলে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এখানে জয়তুন বৃক্ষের তাৎপর্য কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জয়তুনের তেলের বিশেষত্ব হল এতে ধোঁয়া হয় না। এর থেকে কেবল আলো পাওয়া যায়। এটি হল প্রথম বিষয়। এছাড়া এটি সেই এলাকার প্রতীক হিসেবে পরিচিত যে এলাকায় অধিকাংশ আম্বিয়াগণের আবির্ভাব ঘটেছে আর এটি আল্লাহ্ তা'লার নিকটও পছন্দীয়। এই মুহূর্তে আমার কাছে কুরআন করীম নেই, কিন্তু আপনি এর পরের কয়েকটি আয়াতে দেখুন,সেখানে এর গুরুত্বও বর্ণনা করা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, তুমি ওয়াকফা নও, তোমার বয়স কত?

মেয়েটির বয়স ১৩ বছর জানানো হলে হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমার বয়স ১৩ বছর,

এরপর ৯ পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকে এতটা গুরুত্ব প্রদান করেছেন যে, প্রকৃত পুণ্য (হলো সেটি) যার দ্বারা খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন, কিন্তু শর্ত হচ্ছে তা যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়। (অর্থাৎ কোনো পুণ্যকর্ম) তখনই প্রকৃত পুণ্য হিসেবে গণ্য হবে যখন নিজের প্রিয় বস্তু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় ব্যয় করা হবে।

ওয়াকফে জাদীদের ৬৫তম বছরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বব্যাপী ১ কোটি ২২ লক্ষ ১৫ হাজার পাউন্ড কুরবানী করেছে।

আল্লাহ্ তা'লার পথে সেই সম্পদ গৃহীত হয় যা কারো প্রিয় সম্পদ হয়ে থাকে।

আমার মতে বিট কয়েন ()এর ব্যবসা এক প্রকার জুয়া।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থাতেও আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক যুগে ত্যাগস্বীকারকারী দান করে চলেছেন, যারা কুরবানী করে নিজেদের চাহিদাবলীকে উপেক্ষা করে প্রবল উদ্যমে কুরবানী করার চেষ্টা করছে- নতুন ও পুরোনো উভয় আহমদীরাই এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, খোদার পথে করা কুরবানী শুধু এই পৃথিবীরই কল্যাণ সাধন করে না, বরং মৃত্যুর পর পরকালেও তা আমাদের উপকারে আসবে।

চিন্তাধারাই পার্থক্য গড়ে দেয়। একজন বস্তুবাদী মানুষ অন্য কিছু চিন্তা করে, কিন্তু একজন ধর্মভীরু মানুষ একথাই চিন্তা করে যে, আল্লাহ্‌র কৃপা বর্ষিত হচ্ছে তাঁর পথে ব্যয় করার কারণে।

ওয়াকফে জাদীদের ৬৬তম বছরের ঘোষণা এবং সারা বিশ্বের আহমদীদের কুরবানীর ঘটনাবলীর সার্বিক উল্লেখ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৬ জানুয়ারী, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (৬ সুলাহ ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

এই আয়াতের অনুবাদ হলো, তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা সেসব বস্তু হতে খরচ কর যা তোমরা ভালোবাস। আর তোমরা যা কিছুই খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা উত্তমরূপে অবগত আছেন। [আলে ইমরান : ৯৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, যদি তোমরা খোদা তা'লার পথে তোমাদের প্রিয় ধন-সম্পদ ব্যয় না কর,তবে যাতে নাজা লাভ হয় এমন প্রকৃত পুণ্য তোমরা কখনও অর্জন করতে পারবে না। "

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, তোমরা প্রকৃত পুণ্য কখনোই অর্জন করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানবজাতির সেবায় সেই সম্পদ খরচ করবে যা তোমাদের প্রিয় সম্পদ।"

(ইসলামি ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৮)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকে এতটা গুরুত্ব প্রদান করেছেন যে, প্রকৃত পুণ্য (হলো সেটি) যার দ্বারা খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন, কিন্তু শর্ত হচ্ছে তা যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়। (অর্থাৎ কোনো পুণ্যকর্ম) তখনই প্রকৃত পুণ্য হিসেবে গণ্য হবে যখন নিজের প্রিয় বস্তু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় ব্যয় করা হবে। এরপরই এটি নাজাত বা পরিত্রাণ লাভের মাধ্যমে পরিণত হয়। একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, এটি তো কোনোপুণ্য নয় যে, কারো গরু অসুস্থ হওয়ার পর তা বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকলে সে বলবে, একে খোদার পথে উৎসর্গ করে দিচ্ছি অথবা কোনো ভিক্ষুক এলে তাকে ঘরের বাসি রুটি দেওয়া, অর্থাৎ পুরোনো রুটি যা ঘরের কেউ খায় না, এগুলো তো এমনিতেই তার কোনো কাজে আসবে না।

আল্লাহ্ তা'লার পথে সেই সম্পদ গৃহীত হয় যা কারো প্রিয় সম্পদ আর সে তা ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রদান করে।

এটিই প্রকৃত পুণ্য। এটিই সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত পরিচায়ক। এ থেকে বুঝা যায়, আমাদের হৃদয়ে অন্যের জন্য কতটুকু সহমর্মিতা রয়েছে, আমাদের হৃদয়ে ধর্ম সেবার কতটুক স্পৃহা রয়েছে এবং এ বিষয়ে আমাদের কীরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা রয়েছে।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৯)

এরপর হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

"পৃথিবীতে মানুষ সম্পদকে অনেক বেশি ভালোবাসে। এজন্যই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থে লেখা আছে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, সে কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে তবে এর অর্থ হলো সম্পদ (দান করা)। এজন্যই প্রকৃত খোদাভীতি ও ঈমান অর্জনের জন্য (আল্লাহ্ তা'লা) বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ প্রকৃত পুণ্য তোমরা কখনোই লাভ করতে সমর্থ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরাসবচেয়ে প্রিয় বস্তু ব্যয় না করবে। কেননা খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা ও সদাচারের একটি বড় অংশ সম্পদ খরচ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আর মানবজাতি ও খোদার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা এমন এক বিষয় যা ঈমানের দ্বিতীয়াংশ আর যা ছাড়া ঈমান পূর্ণতা ও দৃঢ়তা লাভ করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আত্মত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের উপকার কীভাবে করতে পারে! অন্যের কল্যাণ সাধন ও সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য আত্মত্যাগ আবশ্যক বিষয় আর এই আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -এ এই আত্মত্যাগেরই শিক্ষা ও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় করাটাও মানুষের সৌভাগ্য ও খোদাভীতির মান ও সৌরভের পরিচায়ক। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনে খোদার খাতিরে উৎসর্গের মান এবং সুবাস এমন ছিল যে, মহানবী (সা.) কোনো প্রয়োজনের কথা বললে তিনি ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। " (মালফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৫-৯৬)

অতএব কুরবানীর এবং প্রিয় সম্পদ উপস্থাপন করার এগুলো হলো সেসব মানদণ্ড যার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর

পরবর্তীতে সাহাবীরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী ও তাদের মর্যাদার নিরিখে কুরবানীর এরূপ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আমরা দেখি, তাঁর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য, যা বইপুস্তক প্রকাশ ও ইসলাম প্রচারের জন্য ছিল, সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হযরত হেকীম মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তিনি (রা.) লিখেছেন, যার উল্লেখ স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছেন যে,আমি আপনার জন্য নিবেদিত। আমার যা কিছু রয়েছে তা আমার নয় আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ! আমি পরম বিনয়ের সাথে নিবেদন করছি, আমার সমস্ত অর্থসম্পদ যদি ধর্মের প্রচারে ব্যয় হয়ে যায় তাহলে আমি (মনে করব, আমি আমার) লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। আবার তিনি (রা.) লিখেন, আপনার সাথে আমার সম্পর্ক (উমর) ফারুকের ন্যায় এবং (নিজের) সবকিছু এই পথে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত আছি। দোয়া করুন আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকদের মৃত্যু হয়। ”

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসংখ্য সাহাবী ছিলেন যারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করেছেন এবং এমন এমন কুরবানী করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি তাদের কুরবানী দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। এসব কুরবানী তারা কেন করেছেন? এর কারণ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশন, যা ইসলাম প্রচারের মিশন,তাতে যেন তারা তাঁর সাহায্যকারী হতে পারেন। এজন্য সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির বেদনা অনুভব করে তাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কুরবানী উপস্থাপন করতে পারেন আর হেদায়েতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা রাখতে পারেন। কুরবানীর এই চেতনা জামা'তের সদস্যদের মাঝে এমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থাপনাতেও আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক যুগে (এমন) কুরবানীকারীদের দান করে আসছেন। যারা কুরবানী করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে সমধিক কুরবানী করার চেষ্টা করছেন। তাদের মাঝে পুরানো আহমদীরাও রয়েছেন এবং নবদীক্ষিত আহমদীরাও রয়েছেন, যাদের কুরবানীর কিছু দৃষ্টান্তও (এখন) আমি উপস্থাপন করব।

যাহোক আজকের খুতবা, অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের প্রথম খুতবাটি সাধারণত ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছর ঘোষণার ব্যাপারে হয়ে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৫৭ সালে এই তাহরীকের সূচনা করেছিলেন। যা গ্রামাঞ্চলে তরবিয়ত ও তবলীগের জন্য তিনি আরম্ভ করেছিলেন। যা প্রথমে শুধুমাত্র পাকিস্তান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে চতুর্থ খিলাফতের যুগে এটিকে বিস্তৃতি দিয়ে সকল দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই চাঁদার অর্থ, অর্থাৎ উন্নত দেশগুলোর অর্থ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তরবিয়ত ও তবলীগের উদ্দেশ্যে খরচ করার নির্দেশ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) দিয়েছিলেন। আর সাধারণভাবে এই ধারাই এখনও অব্যাহত আছে। এই চাঁদার অর্থ আফ্রিকায় এবং অন্যান্য দরিদ্র দেশে ব্যয় করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যরা এতে ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এমন নয় যে, আফ্রিকা এবং অন্যান্য উন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশের আহমদীরা এতে অংশ নেয় না। তাদের কুরবানীও তাদের আয় এবং অবস্থা অনুযায়ী প্রশংসনীয়। কিন্তু তাদের অতিরিক্ত ব্যয় ধনী দেশগুলোর চাঁদা থেকেই পূরণ করা হয়, অর্থাৎ উন্নত দেশগুলোর চাঁদার মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়। সকল স্থানেই এসব কুরবানীকারী এবিষয়টি খুব ভালোভাবে অনুধাবন করে যা একটি হাদীসে কুদসীতে মহানবী (সা.) বলেছেন,আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আদমের সন্তান! তুমি নিজের ধনসম্পদ আমার নিকট জমা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। আগুন লাগারও কোনো ভয় নেই, পানিতে ডুবে যাওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই এবং কোনো চোরের চুরি করারও ভয় নেই। আমার কাছে গচ্ছিত সম্পদের পুরোটাই আমি তোমাকে ফেরত দিব সেদিন যখন তুমি এর সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকবে।

(কুনযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫২, হাদীস নং-১৬০২১)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার পথে কৃত কুরবানী কেবল এই পৃথিবীতেই কল্যাণসাধন করে না, বরং মৃত্যুর পর পরকালেও কল্যাণ প্রদান করবে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (সূরা আল বাকারা: ২৭৩) অর্থাৎ আর তোমরা যে ধনসম্পদই খরচ করো তা তোমাদের পুরোপুরি ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন প্রতিশ্রুতি দেন তখন তা পূর্ণও করেন। এর দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতেওতিনি আমাদের দেখিয়ে দেন যাতে তুমি এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যে, পরকালেও আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারের ভাগিদার হবে। জাগতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো নয় যে, ব্যাবসায় অর্থলগ্নি করলে আর তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল কিংবা সাময়িক লাভবান হলেও তা কেবল জাগতিক লাভ হলো, ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং জাগতিক কতক ব্যাবসা এমন রয়েছে যা কিছু কাল পর্যন্ত লাভজনক হলেও পরে এর পরিচালকেরাই সবকিছু আত্মসাৎ করে ফেলে আর যে সব দরিদ্র মানুষ অর্থলগ্নি করে তাদের অর্থ খোয়া যায়। যেমন বর্তমানে অনেক আলোচিত বিষয় হলো, (সেসব) মানুষের কয়েক বিলিয়ন ডলার খোয়া গেছে যারা বিট কয়েন কিংবা ক্রিপ্টো কারেন্সিতে অর্থলগ্নি করেছিল। এগুলোর পরিচালকেরাই এ অর্থ আত্মসাৎ করেছে। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। যাহোক, বিট কয়েন প্রভৃতির এই যে ব্যাবসা তা আমার মতে এক প্রকার জুয়াও বটে।

কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে কুরবানীকারীদের পুরস্কৃত করেন তার এক অদ্ভুত দৃশ্য রয়েছে! যেভাবে আমি বলেছিলাম যে, আমি কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। এগুলো এমন দৃষ্টান্ত যেখানে কুরবানীকারীরা জাগতিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি তাদের ঈমানও সমৃদ্ধ হয়।

উদাহরণস্বরূপ- লাইবেরিয়ার একটি উদাহরণ রয়েছে। বোমি কাউন্টি নামক এক স্থানের মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য আমি ফোম্বায় যাই, সেখানে নবদীক্ষিত আহমদীদেরএকটি জামা'ত রয়েছে। স্থানীয় ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে গ্রামের অধিকাংশ সদস্যই উপস্থিত হয়। জামা'তের সদস্যদের ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বুঝানো হয়। অনুষ্ঠানের পর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা আদায় করা হয়। সেই সময় এক যুবক আহমদীর বাড়িতে যাই। তার ঘরে কিছুই ছিল না। তার মা ক্ষমা চেয়ে বলেন, এই মুহূর্তে চাঁদা দেওয়ার মতো কোনো অর্থ নেই, পরবর্তীতে কোনো এক সময় দিয়ে দিব। তিনি বলেন, আমরা ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর সেই যুবক দৌড়াতে দৌড়াতে আসে এবং বলে, এই ২শ ৫০ লাইবেরিয়ান ডলার আছে যা আমার পিতা স্কুলের ফিস বাবদ দিয়েছিলেন, এটি আমি চাঁদা হিসাবে দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমাদের বাড়ি এই তাহরীক থেকে বঞ্চিত না থাকে। তিনি বলেন, কিছুদিন পর সেই যুবক আমার সেন্টারে এসে বলে, আপনার চলে যাওয়ার দুদিন পরই আমি সংবাদ পাই যে, আমার কোনো এক আত্মীয় আমার স্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য২৫শ লাইবেরিয়ান ডলার পাঠিয়েছেন। অতএব তা দিয়ে আমি আমার স্কুলের ফিসও প্রদান করি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও ক্রয় করি। সে বলে, আল্লাহ্ তা'লা তো আমাকে আমার কুরবানীর চেয়ে দশগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিয়েছেন।

এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়গুলোতে ঈমান ও একীন সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তা'লা যখন এ জগতেও কল্যাণমণ্ডিত করছেন তখন পরকালের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করবেন ইনশাআল্লাহ্, যেখানে এসব হিসাব জমা হচ্ছে।

এরপর গিনি কোনাকোরির একটি উদাহরণ রয়েছে। সেখানকার একটি আঞ্চলিক জামা'তের নাম 'মানসায়া'। সেখানকার মিশনারী বলেন, আমরা 'ওয়াকফে জাদীদ'-এর দশক উদ্‌যাপন করছিলাম। জামা'তের বন্ধুদের মসজিদে এবং ব্যক্তিগতভাবেও 'ওয়াকফে জাদীদ'-এর চাঁদার গুরুত্ব ও কল্যাণের বিষয়ে অবগত করে এই কল্যাণময় তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত হবার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম। তখন গ্রামের মসজিদের ইমাম আবু বকর কামারা সাহেব যিনি সদ্য আহমদী হয়েছেন তিনি বলেন, আমিই প্রথমে চাঁদা দিব, কেননা আমাদেরকে অন্যদের জন্য আদর্শ হতে হবে।

এ অবস্থাও রয়েছে। এমনটি নয় যে, নিজে তো তাহরীকে অংশগ্রহণ করে না অথচ অন্যদেরকে (এতে অংশ নিতে) বলে। বরং তিনি বলেন, প্রথমে আমাদের অংশগ্রহণ করা উচিত, তাই তিনি তার পকেটে থাকা১০ হাজার গিনি ফ্রাঙ্ক চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসে বলেন, সেই চাঁদা তো আমি দিয়েই দিয়েছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমার এক বন্ধু আমাকে ১৫ লক্ষ গিনি ফ্রাঙ্ক উপঢৌকনসরূপ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি, আমার উক্ত কুরবানীর ফলেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই অর্থ দান করেছেন। তিনি বলেন, আমি পূর্বের তুলনায় আরো বেশি এবং নিয়মিত চাঁদায় অংশগ্রহণ করব। অতএব নবদীক্ষিত আহমদীদের সাথে এই হলো আল্লাহ্ তা'লার আচরণ, অর্থাৎ আমার পথে ব্যয় করলে এখানেও পুরস্কৃত করব আর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিও ইনশাআল্লাহ্ পূর্ণ হবে।

এরপর রয়েছে ক্যামেরুন। সেখানকারমোয়াল্লেম সাহেব লিখেন, এক আহমদী যুবক আমার সাথে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্র ামে যেতে থাকে। বেকার ছিল তাইসে নিজে 'তাহরীকে জাদীদ'-এর খাতে কেবল এক হাজার সিফাচাঁদা দেয় আর বলে, আমার জন্য দোয়া করুন, আমার চাকরিহলে আমি আরো (চাঁদা) দিব। মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, ঠিক আছে, আমি দোয়া করছি কিন্তু তুমিও তোমার চাকরির জন্য দোয়া করো। কিছুকাল পর আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া কবুল করেন। এক মাস পর তিনি UNO-এর একটি প্রতিষ্ঠানে গাড়ি চালক হিসেবে কাজ পেয়ে যান। ফলেসে ওয়াকফে জাদীদ খাতে ১০ হাজার সিফা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। (আর সে বলে,) আমি কষ্টের সময় যা দিয়েছিলাম তার প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা আমার আয় বৃদ্ধি করেছেন।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, এক জামা'তের একজন মহিলা বলেন, একদিন তিনি ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যাচ্ছিলেন।পথিমধ্যে মোয়াল্লেম সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে অবগত করে চাঁদা প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বলি, আমার কাছে কেবল ২ হাজার সিলিং আছে আর বাজার থেকে আমি দ্রব্যসামগ্রী কিনতে যাচ্ছি। অতএব এক হাজার সিলিং চাঁদা হিসেবে প্রদান করছি আর অবশিষ্ট এক হাজার সিলিং দিয়ে আমি জিনিসপত্র কিনে নিব। তিনি বলেন, এক মহিলা আমাকে পিছন দিক থেকে ডাক দেন যিনি কিছুদিন পূর্বে আমার কাছ থেকে ৫ হাজার সিলিং ঋণ নিয়েছিলেন আর এক সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি তা ফেরত পাওয়ার আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই মহিলা আমাকে ডাক দিয়ে সেই ৫ হাজার সিলিং দেওয়ার পর বলে, এই নাও তোমার পাওনা যা আমার ফেরত দেওয়ার ছিল। এই মহিলা পুনরায় মোয়াল্লেম সাহেবের কাছে ফিরে এসে বলেন, এ অর্থ তো চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (ফেরত) দিয়েছেন। অতএব তিনি আরো এক হাজার সিলিং চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন।

লাইবেরিয়ার মোয়াল্লেম সাহেব বর্ণনা করেন, সেখানের একটি জামা'তের নাম গান্টা। সেখানকার এক সদস্যা আয়েশা সাহেবা, আমরা তার বাড়ি যাই এবং ওয়াকফে জাদীদের তাহরীকে অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে দেয়ার মত কিছুই নেই কিন্তু আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনো ব্যবস্থা করছি যেন আপনরা আমার বাড়িথেকে শূণ্য হাতে ফিরে না যান। (এ চিন্তাও ছিল যে, কেউ যেন শূন্যহাতে ফিরে না যান)। অতএব তিনি দ্রুত কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এক শত লাইবেরিয়ান ডলার চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি তখনও তাঁর বাড়িতেই ছিলাম এমন সময় সেই মহিলার ফোনে মেসেজ আসে যে,কেউ একজন তাঁর একাউন্টে কিছু অর্থ অনলাইন ট্রান্সফার করেছে। সেই মহিলা বলেন, এখনই আমি যে লাইবেরিয়ান এক শত ডলার চাঁদা দিয়েছিলাম এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে পুরস্কৃত করেছেন।

এরপর গিনি কোনাকোরি মোবাল্লেগ লিখেন, জামা'তের এক সদস্যের নাম সৈয়দ ওবা সাহেব। তিনি বেকার ছিলেন। মাইনিং কোম্পানিতে তিনি চাকুরির জন্য আবেদন করে রেখেছিলেন কিন্তু কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছিল না। ওয়াকফে জাদীদের দশক পালনেরসময় তাঁকে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানের বিষয়ে স্মরণ করানো হয় তখন তিনি বলেন, আমি তো বেকার মানুষ, বেশি অর্থ দেওয়ার সাধ্য নেই। যাহোক পকেটে হাত দিয়ে তিনি ৫ হাজার গিনি ফ্রাঙ্ক বের করে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। (আর বলেন,) আমার কাছে সর্বসাকুল্যে এই পরিমান অর্থই আছে। (মোবাল্লেগ সাহেব) বলেন, চাঁদা প্রদানের পাঁচ দিন পর আরেকটি মাইলিং কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁকে চাকুরিরপ্রস্তাব দেওয়া হয় যেখানে তিনি আবেদনও করেন নি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মাসিক ৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক বেতনে তিনি চাকুরি পান। তিনি নিজে বলেন, আল্লাহ্র পথে আমি যে যৎসামান্য কুরবানীকরেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কয়েকগুণ বাড়িয়ে তা ফেরত দিয়েছেন।

অতঃপর নাইজেরিয়ার মোবাল্লেগ লিখেন, কানু প্রদেশের একজন আহমদী বন্ধুর নাম নাসের সাহেব। (মোবাল্লেগ সাহেব বর্ণনা করেন) তিনি বলেছেন, আমি তিন বছর যাবৎ চাকুরীহীনঅবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। আমার মনে হলো, আমি কেন নিজ সাধ্যানুযায়ী পুরনরায় চাঁদা দেওয়া শুরু করছি না? [চাকুরি ছিল না তাই চাঁদা দেয়াও বন্ধ রেখেছিলেন। (সে মনে মনে বলে,) আমার যতটুকু সাধ্য আছে তা থেকেই চাঁদা দেওয়া শুরু করি]। মুরব্বী সাহেবকে তিনি বলেন, গত বছর জুন মাস থেকে চাঁদা দেওয়া শুরু করি। তিনি বলেন, তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আমার সাথে এক বন্ধু যোগাযোগ করে বলেন, এক কোম্পানির মার্কেটিং এর জন্য একজন লোক প্রয়োজন। এভাবে সেই কোম্পানি আমাকেকাজে নিয়ে নেয় আর এটিই ছিল এ কোম্পানির এধরনের প্রথম চুক্তি। তিনি বলেন, ফলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মায় যে, এতদিন পর আমি যে চাকুরি পেয়েছি অথবা আমার যে কর্মসংস্থান হয়েছে তা সেই চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে।

এরপর মধ্য আফ্রিকার মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, একজন নবদীক্ষিত আহমদীর নাম জিব্রিল সাহেব। তিনি বলেন, গত বছর আমি জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকেই আমার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন আসা শুরু হয়। [এটিও প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, কেবল জামা'তে অন্তর্ভুক্তই হন নি বরংদোয়াও করে থাকবেন, নিজ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টাও করে থাকবেন, ফলে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাও হয়েছে আর তাই তিনি নিজেই অনুভব করেছেন যে, আমার আধ্যাত্মিক আর নৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে]। তিনি বলেন, এরপর একদিন মোবাল্লেগ সাহেব যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করে বলেন, বছর শেষ হতে যাচ্ছে, স্বল্প হলেও চাঁদা দিন। তখনআমি চাঁদার রশিদ কাটাই আর সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার কাজে অনেক বরকত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা লাভ হয়েছে। এখন আমি কাজ ছাড়া থাকি না। পূর্বে কয়েকদিন পর্যন্ত কোনো ক্রেতা আসতো না, এখন দৈনিক আসে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এত ভালো অর্থে াপার্জন করি যা পূর্বে আমি কল্পনাওকরতে পারতাম না।

এরপর টোগো থেকে মোবাল্লেগ আরেফ সাহেব লিখেন, কারা অঞ্চলেআবা কাজী সাহেব নামের একজন ভদ্রলোক রয়েছেন। তিনি বলেন, আমার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না অথচ ওয়াকফে জাদীদের (চাঁদা পরিশোধের) শেষ মাস চলছিল। চিন্তায় ছিলাম অঙ্গীকারকৃত চাঁদা কীভাবে পরিশোধ করব। পরে আমার মাথায় একটি চিন্তা এলো, বাড়িতে ছোট একটি ছাগল আছে যেটিকে আমি অন্য একটি উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছি সেটি বিক্রি করে চাঁদা পরিশোধ করে দিব। [বাড়িতে একটি জিনিসই ছিল এছাড়া আর কিছুই ছিল না সেটি বিক্রি করেই চাঁদা পরিশোধ করে দিই।] তিনি বলেন, আমি সবে নিয়্যত করেছিলাম এরই মধ্যে একদিন মিশনারী সাহেব চাঁদা নেওয়ার জন্য আসেন। সে দিনই এক ব্যক্তি ঋণেরটাকা ফেরত দিতে আসে যে আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে রেখেছিল আর যা ফেরত পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। তিনি বলেন, ফলে সেই পুরো অর্থ আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করেন। নেকী করার ইচ্ছা করেছে কিন্তু তা বাস্তবায়নের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রিয় জিনিস উৎসর্গ করার চিন্তা করেছে কিন্তু তা (করার) পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন। কেননা হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুব ভালোভাবে জানেন।

মার্শাল আইল্যাণ্ডের সাজেদ ইকবাল সাহেব বলেন, এখানে আরেকজন মহিলা রয়েছেন (তার নাম) লোরিন সাহেবা তিনি বলেন, আর্থিক কুরাবানীর ফলেআল্লাহ্ তা'লা আমার এবং আমার পরিবারের প্রতি অনেক কৃপা করেছেন। পূর্বে তিনি আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করতেন না, কেননা কুরবানী করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা যে কত বেশি বরকত দান করেন তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। এছাড়া তখন তার আর্থিক সঙ্কটও ছিল। ভোজ্যপণ্য ক্রয় করার মতো অর্থও তার কাছে থাকত না আর পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতেও হিমশিম খেতে হতো। কিন্তু মসজিদে আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ সম্পর্কে খুতবা শোনার পর তিনি চিন্তা করেন (আর্থিক) কুরবানীতে অংশগ্রহণ করা উচিত। কাজেই তিনিবলেন, আমি (আর্থি ক) কুরবানী করতে এবং চাঁদা দিতে আরম্ভ করি। এখন আল্লাহ্ তা'লার এত কৃপা হয়েছে যে, পরিবারের ব্যয়ভারও নির্বাহ হয়ে যায় আর পানাহারেও কোনো কষ্ট হয় না।অনেকবার এমন হয় যে, এমন এমন স্থান থেকে আমাদের কাছে অর্থ এসে যায় যা আমাদের কল্পনাতেও থাকে না আর আমরা যতই দিই আল্লাহ্ তা'লাও ততই বৃদ্ধি করতে থাকেন। এসব নবদীক্ষিত আহমদীর সাথেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমান দৃঢ় করার জন্য এরূপ আচরণ করে থাকেন।

ভারত থেকে ওয়াকফে জাদীদ ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, তিনি তামিলনাড়ুর মেলা পালন জামা'তের বাজেট ও চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান, সেখানে একজন নিষ্ঠাবান আহমদীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, আমি ২০১৪ সনে বয়আত করেছিলাম আর এভাবে জামা'তে আহমদীয়ার সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। এই নবদীক্ষত সদস্য, এখন তো আর নবদীক্ষিত নন, যাহোক তিনি বলেন, আমি যখন বয়আত করেছিলাম তখন আমি আমার ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৪ হাজার রুপী চাঁদা প্রদানের অঙ্গীকার করে তা পরিশোধ করি। কেননা তখন আমার এতটুকুই সামার্থ্য ছিল আর এরপর আমি আমার সামর্থ্য অনুসারে প্রতি বছর (এর পরিমান)

বৃদ্ধি করতে থাকি আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লাও ব্যবসাবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দান করতে থাকেন। এর কিছুদিন পর বাড়ির অন্য সদস্যরাও বয়আত করে নেয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আমার ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদার পরিমান ৫ লক্ষ রুপী হয়েছে। গত বছর রমযান মাসে তিনি তার পুরো ৫ লক্ষ রুপী চাঁদা পরিশোধ করে দেন। তিনি বলেন, লক ডাউন সত্ত্বেও আমার চাঁদার কল্যাণে ব্যবসাবাণিজ্যে কোনোক্ষতি হয় নি, বরং (আয়) আরো বৃদ্ধি পেতে থেকেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ব্যবসাবাণিজ্যের পরিধি এখন ভারতের গণ্ডি পার করে থাইল্যান্ডেও ছড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন, এসবই চাঁদার কল্যাণ। এই হলো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা। জুয়ার মত কোনো ব্যাবসা নয় বরং অর্থ লগ্নি করেছেন, পরিশ্রম করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করেছেন, ফলে আল্লাহ্ তা'লাও অনেক গুণে বৃদ্ধি করে(ফেরত) দিয়েছেন।

এরপর ভারতের আরেকটি উদাহরণ রয়েছে। সেখানকার, অর্থাৎ কেরেলার মালামপুরের মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখেন, নাযেম মাল সাহেব, অর্থাৎ ওয়াকফে জাদীদের ইন্সপেক্টর সাহেব অর্থ বছরের সমাপ্তির বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে জামা'তী সফরে ছিলেন। আমাদের অঞ্চলেও তিনি আসেন তখন রহমান সাহেব নামের এক নিষ্ঠবান আহমদী, তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী তার ফোন আসে যে, আমার কোম্পানিতে চলে আসুন। নিজের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে আমি একটি নতুন অংশ বানিয়েছি, সেখানে (আপনাকে দিয়ে) দোয়া করাব। আমরা সেখানে যাওয়ার পর কোনো কথাবলার পূর্বেই তিনি ১০ লক্ষ টাকার একটি চেক দেন। একই সাথে তিনি তার বড় গাড়িটি (আমাদের) এই সফরের জন্য পেট্রোল ভরিয়ে দিয়ে দেন। তিনি (ইন্সপেক্টর সাহবে) বলেন, ছোট গাড়ি হলেই আমাদের চলবে। জবাবে তিনি বলেন, না, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের জন্য ভালো নির্ভরযোগ্য গাড়ি থাকা আবশ্যক যেন আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে সফর করতে পারেন। তিনি বলেন, এ অর্থ আমি আমার একটি সম্পত্তি রেজিস্ট্রির জন্য রেখেছিলাম কিন্তু আপনি আসারকারণে ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দিয়েছি এবং রেজিস্ট্রির তারিখ পিছিয়ে দিয়েছি। সেই ব্যক্তি বলেন, কয়েক দিন পর কোনো চেষ্টা ছাড়াই একটি বড় অঙ্কের অর্থ তিনি লাভ করেছেন যা তার প্রয়োজনের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি ছিল, অর্থাৎ ১০ লক্ষেরও অনেক বেশি অর্থ ছিল।

মরিশাস থেকে এক ভদ্রমহিলা মিস শাবরীয সাহেবা বলেন, জন্মদিনের উপঢৌকন হিসেবে পিতামাতার পক্ষ থেকে আমি (কিছু) অর্থ পাই, (সেখান থেকে) ওয়াকফে জাদীদ ও তাহ্ রীকেজাদীদ খাতে আমি ৫শ করে (চাঁদা) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, যা আমি একটি খামে ভরে রেখেছিলাম। তখন আমি অসুস্থ ছিলাম। এ অবস্থায় আমার এক চাচা এবং এক কাজিন আমাকে দেখতে আসেন আর তারা দুজনেই আমাকে খাম দেন। প্রত্যেক (খামে) ৫ হাজার করে (মরিশাস রুপী) ছিল। এটি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাইযে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তা থেকে দশ গুণ বেশি পুরস্কার দিয়েছেন।

আবার জর্জিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, (আমাদের) এক সদস্য মুহাম্মদ আবু হাম্মাদ সাহেব। তিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী। জর্জি য়ায় তিনি মেডিক্যালের ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করছেন। তিন বছর পূর্বে তিনি বয়আত করেছিলেন। আল্লাহ্র রাস্তায় এভাবে ব্যয় করা উচিত– এই প্রতিপাদ্যের ওপর ওয়াকফে জাদীদ দশক উপলক্ষ্যে জামা'ত একটি সেমিনারের আয়োজন করে। তিনি বলেন, তখন (তিনি একজন ছাত্র) আমার কাছে প্রায় ৩শ ডলার ছিল, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, অর্ধেকটা ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দিব। কেননা এই আয়াতটি আমার মনে পড়ছিল যে, ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা, অর্থাৎ যে পবিত্র হয়েছে নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়ে গেছে। অতএব চাঁদা পরিশোধ ওসাধারণ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের পর মাস শেষে আমার ব্যাংক একাউন্টে কেবল ২ ডলার ছিল। ডিসেম্বরের শেষ দিকে আমার এক আত্মীয় জর্জিয়া আসার কথা ছিল। তাই আমি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, আমি কীভাবে তার আতিথেয়তা করব? কিন্তু যে দিন অতিথি আসেন সেদিনই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপায় কোনোভাবে ব্যাংক একাউন্টে এক হাজার ডলার ট্রান্সফার করিয়ে দেন। তিনি বলেন, এজন্য সর্বদাই আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং একেও চাঁদার কল্যাণ মনে করি।

এসব বিষয় আসলে চিন্তার ওপর নির্ভর করে। বস্তুবাদি মানুষ ভিন্ন কিছুই ভাবে কিন্তু একজন ধার্মিক মানুষ মনে করে, তাঁর পথে খরচকরার কারণে আল্লাহ্র ফযল হচ্ছে।

কেনিয়ার মোয়াল্লেম সাহেব লিখেন, তার জামা'তের একজন নবদীক্ষিত ভদ্রমহিলা খাদিজা সাহেবা, তিনি নার্সারি স্কুলের শিক্ষিকা। বছরের প্রথমেই তিনি ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদানের অঙ্গীকার ৫শ শিলং লিখিয়ে তা পরিশোধও করে দেন। তিনি বলেন, আমি তার রশিদ দেওয়ার জন্য স্কুলে যাই। এর পরেরদিন তিনি আমার বাড়ি এসে আমার স্ত্রীকে বলেন, আমি আরো ৫শ শিলং চাঁদা দিতে চাই। তিনি বলেন, (এর কারণ) যাতে মোট চাঁদা প্রদানের পরিমান এক হাজার শিলং হয়ে যায়। অর্থাৎতিনি বলেন, আমি এ চিন্তা করে (এটি) করছি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অধিক বরকত দান করেন। বাড়ি ফেরার পর আমার স্ত্রীরকথা শুনে রশিদ কেটে আমি তাকে তা দিতে গেলে তিনি বলেন,আমার এক পুত্র কলেজে পড়ে, তার পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমি আবেদন করেছিলাম অথচ তা মঞ্জুর হচ্ছিল না কিন্তু আজই আমার কাছে কলেজ থেকে ফোন এসেছে, তার পড়াশোনার খরচ বাবদ ৩০ হাজার শিলিং সরকারের পক্ষ থেকে স্কুলের একাউন্টে জমা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এ ঘটনায় আমি খুব শান্তি পেয়েছি।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আব্দুর রহীমনামের এক ব্যক্তি যিনি ছোট একটি জামা'তের সদস্য তিনি বলেন, প্রত্যেক বছরই আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে থাকি। ২০১৯ ও ২০ সাল আমার জন্য খুব কঠিন বছর ছিল, কেননা এই বছরগুলোতে আমার কোনো চাকরি ছিল না। তিনি বলেন, কিছু দিন পূর্বে আমি আমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যাবসা করার চেষ্টা করি। এতেও সফলতা পাই নি। পুঁজির টাকা ধীরে ধীরে শেষ হয়েযায়। তখন ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হতে চলেছিল। আমি চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার করে রেখেছিলাম, কিন্তু তা পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছিল না। চাকরি পাওয়াও দুষ্কর ছিল,কেননা আমি বয়স ৫১ বছর, এই বয়সে খুব কষ্টেই চাকরি পাওয়া যায়। তিনি বলেন, প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামাযে আমি দোয়া করতাম [আর এখানে আমাকেও তিনি চিঠি লিখতেন যে, আমাকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করতে হবে আমি যেন এর তৌফিকলাভ করি।] তিনি বলেন, ফলে ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কোনো না কোনোভাবে আমার ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা প্রদানের সামর্থ্য দান করেন। যাহোক আমি কোনোভাবে তা পরিশোধ করে দিই। তিনি বলেন, চাঁদা পরিশোধ করার কয়েকদিন পর আমি যেখানে চাকরি করতাম সেখানকার এক অফিসার আমাকে ফোন করে বলেন, আমাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, কেননা আমি চাকরি পেয়ে গেছি। আমি বিস্মিত ছিলাম, কেননা যে ব্যক্তি আমাকে ডেকেছিলেন তিনি সরাসরি আমার সুপারভাইযার ছিলেন না। আমার বন্ধুও এ উৎকণ্ঠায় ছিল যে, আমাকেই কেন ডাকা হলো? কেননা আমি প্রায় ৭ বছর পূর্বে সেখান থেকে পদত্যাগ করেছিলাম। তিনি বলেন, এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, কেননা এই বয়সে আমার স্থায়ী উপার্জনের পথ খুলে গেছে।

সেনেগালের একটি স্থানের নাম তাম্বাকুন্ডা, সেখানকার মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, আমার জামা'তী সফরের সময় এক স্থানে যখন চাঁদা দেওয়ার আহ্বান করা হয় আর গত বছরের খুতবায় আমি যেসব মানুষের ঘটনা শুনিয়েছিলাম সেগুলো সেখানে শুনানো হয় তখন একজন আহমদী উসমান সাহেব বলেন, তিনি যখন বয়আত করেন তখন তার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল আর বয়আতের পর আপন-পর সবাই বিরোধী হয়ে যায়। বিরোধীরা চারবার তার ঘর জ্বালানোর চেষ্টা করেছে। প্রতিবারই ঘরের একাংশ জ্বলে যেত। তিনি বলেন, কিন্তু জামা'তী চাঁদায় অংশ নেওয়ার পর থেকে তার অবস্থা পাল্টে যায়। তিনি বলেন, বিভিন্ন চাঁদার কল্যাণে এখন তিনি পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। পূর্বে তো খরবা ছন দিয়ে বাড়ি তৈরী করতেন যা পুড়ে যেত, কিন্তু (এখন পাকা বাড়ি) নির্মাণ করে নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরাও শহরে ভালোভাবে পড়াশোনা করছে। প্রতি বছরই তিনি অন্যান্য চাঁদার পাশাপাশি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করে প্রদান করেন। তিনি বলেন, যারা আমার বিরোধী ছিল তাদের সবাই হয়তো মারা গেছে আর কেউ কেউ বেঁচে থাকেও খুবই শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব একজন কৃষকের ঘটনা লিখেছেন। তার টমেটোর ক্ষেত রয়েছে। এই টমেটো ক্ষেতে ভিক্টোরিয়া লেক থেকে পানি উঠিয়ে সেচ দেয়া হয়। এ কাজের জন্য মেশিন, অর্থাৎ পাম্প ভাড়া করতে হয়। তিনি বলেন, এ বছর বৃষ্টি কম হয়েছে আর ক্ষেতের অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। আশপাশের ক্ষেতের মালিকরা যারা তাদের ক্ষেতে সেচ দিয়েছিল তারা তাকে নিয়ে উপহাস করে বলছিল, তোমার ফসলের এ কী অবস্থা! যাহোক তিনি বলেন, মোয়াল্লেম সাহেব আমাকে চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন আমার কাছে যে এক হাজার শিলিং ছিল তা আমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই আর মোয়াল্লেম সাহেব (আমাকে) রশিদ কেটে দেন। পরের দিন আমেলার মিটিংয়ে তিনি এসে মোয়াল্লেম সাহেবকে বলেন, আমি যে ব্যাবসা করেছিলাম তার মুনাফা আমি পেয়ে

গেছি, কেননা এই মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি আমার জমিতে বর্ষিত হয়েছে আর পানিতে জমি ভরে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে আমাকে পুরস্কৃত করেছেন।

সিয়েরালিওন থেকে মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, সিয়েরালিওনের এক শিক্ষক ও গবেষক এলেক্স টামু সাহেব লিখেন, তার ওসীয়্যতের চাঁদা এবং অন্যান্য কিছু চাঁদা বকেয়া পড়ে গিয়েছিল, কেননা গতবছর সরকারী কিছু সমস্যার কারণে অফিস বেতনভাতা প্রদানে অনেক বিলম্ব করে এবং কিছুদিনের জন্য জীবনযাপনচরম সংকটপূর্ণ হয়ে পড়ে। যাহোক, তিনি কোথাও থেকে অর্থ জোগাড় করে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা করেন এবং এই অভাব ও সংকটের সময়েও তিনি ওসীয়্যতের চাঁদা এবং অন্যান্য চাঁদাও পরিশোধ করেন। তিনি বলেন, চাঁদা প্রদানের পর প্রথমে আমাকে একটি চাউল গবেষণা প্রজেক্টে গিনি কোনাকোরির কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়। শুধু তাই নয় একটি বড় ফার্ণিশড বাড়িও আমি পেয়ে যাই। ২০২২ এর যুক্তরাজ্যের জলসার পূর্বেই আমি ঘরে টিভি ও এমটিএ লাগানোর সৌভাগ্য পাই। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে বড় যে অনুগ্রহ (আমার প্রতি হয়) তাহলো, জাপানের কাগুশীমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার জন্য স্কলারশিপের সুযোগ আসে। তিনি বলেন, আমিও আবেদন করি। ফলে অফিসের পক্ষ থেকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমাকে মনোনীত করে নেয়া হয়। তিনি বলেন, গত বছর থেকে আমি জাপানে বসে আছি।জাপানেও আল্লাহর ফযলে জামা'তের সাথে যোগাযোগ আছে এবং আল্লাহ্ এমনই কৃপা করেছেন যে, ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকেআমার পরিবারকে কেবল একটি বাড়িই দেয় নি বরং সিয়েরালিওনে পরিবারের জন্য আংশিক বেতনও জারি করেছে। তিনি বলেন,যাহোক আল্লাহ তা'লা চাঁদার কল্যাণে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা আমার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

আহমদী বরং নবদীক্ষিত আহমদীদের মাঝেও আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে অর্থসম্পদের প্রতি বিমুখতার দৃষ্টান্ত আমরা আরো দেখতে পাই যেমন, সিয়েরালিওনের মিওম্বা রিজিওনের মোবাল্লেগ লিখেন, খুতবার সময় ওয়াকফে জাদীদ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, একবার এক সাহাবী কুড়াল নিয়ে জঙ্গালে চলে যান আর কাঠখড়ি কেটে এনে বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, নিকটস্ত একটি গ্রামের নাম হলো, ডোডো। সেখান থেকে আহমদীরা জুমুআর নামাযের জন্য আসে। তাদের মধ্য থেকে একদিন এক আহমদী কাশেম আহমদ সাহেব তপ্ত দুপুরে আসেন এবং বড় অংকের অর্থ উপস্থাপন করে বলেন, আমার উপার্জনের সবটাই এখানে আছে যা আমি ওয়াকফে জাদীদের জন্য উপস্থাপন করছি। তাকে বলা হয়, এথেকে আপনি মাসিক খরচাদির জন্য কিছু অর্থ রেখে দিন। এতে তিনি অত্যন্ত জোশের সাথে বলেন, আপনি যেদিন সাহাবীরঘটনা শুনিয়েছিলেন আমি সেদিনই দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছিলাম, এই ঘটনায় আমল করতে হবে। তাই আপনি পুরো অর্থই রেখে দিন। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আমাকে প্রতিদান দিবেন।

এরপর তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, শিয়ানগা রিজিওনেরমোয়াল্লেম সাহেব বলেছেন, সেখানে সিম্বাচায়ি নামে একটি গ্রাম রয়েছে, নতুন একটি জায়গা যেখানে জামা'তের চারা রোপিত হয়েছে, অর্থাৎ নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৮জন সদস্য বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। গত মাসেই এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, ডিসেম্বর মাসে তিনি তার অধীনস্থ অঞ্চলের জামা'তগুলো পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সফরে এই নতুন জামা'তেও যাওয়া হয়। এখানে বয়আতকারী অধিকাংশ সদস্য পূর্বে ধর্মহীন ছিল। ধর্মের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এজন্য তাদের তরবিয়তের জন্য নামায ও কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। যোহরের নামাযের পর তরবিয়তী ক্লাস হয়, উক্ত ক্লাসে মোয়াল্লেম সাহেব নামায পড়ার পদ্ধতি এবং অন্যান্য ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা করেন। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আহমদী মোয়াল্লেম সাহেবের ব্যাগে রশিদ বই দেখতে পান, তাই এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদানের এটি শেষ মাস আর ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা সংগ্রহ করেআমাকে কেন্দ্রে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে যেন খলীফাতুল মসীহ্র কাছে আমাদের রিপোর্ট পৌঁছে। যে আহমদীই এ চাঁদায় অংশগ্রহণ করে তার চাঁদা নিয়ে তাকে এই রশিদ দেওয়া হয়। এতে অন্য এক আহমদী জিজ্ঞেস করেন, আমাদের চাঁদা কখন নিবেন? মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি তাদেরকে বলি, আমার ধারণা ছিল আপনাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় আর নতুন নতুন আহমদী হয়েছেন তরবিয়তের প্রয়োজন রয়েছে, আগামী বছর থেকে আপনাদেরকে চাঁদায় অর্ন্তভুক্ত করা হবে। একথা শুনে সকল নও মোবাঈন বলেন, তাহলে কিএ বছর আমাদের নাম খলীফাতুল মসীহ্র কাছে যাবে না? এমনটি হতে পারে না। ফলে সেখানে উপস্থিত সকল সদস্য তাদের কাছে যা কিছু ছিল তাই (চাঁদা হিসেবে) প্রদান করেন। (মোয়াল্লেম সাহেব) যখন চলে আসছিলেন তখন তারা বলেন, মোয়াল্লেম সাহেব! আমাদের আগামী বছরের ওয়াদাও এখন (লিখে) নিয়ে যান। এরপর তারা ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ওয়াদাও লিখান। নও মুবাঈনদের মাঝেও আল্লাহ্ তা'লা এভাবে ঈমান সৃষ্টি করছেন, এভাবে তাদেরকে ঈমানে সমৃদ্ধ করছেন।

গ্যাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, নর্থ ব্যাংক-এর একটি জামা'ত দুতাবালুতে এক আহমদী বন্ধু জালু সাহেব রয়েছেন। তার পিতা আহমদী নন। তিনি গ্রামের প্রধান। অনেক বয়োঃবৃদ্ধ এবং(প্রায়শ) অসুস্থ থাকেন। এ কারণে তার স্থলে তার ছেলে যিনি একজন আহমদী, গ্রামের বিষয়াদি দেখাশুনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক ইসলামিক এন.জি.ও তাদের গ্রামে আসে। তাদের ভাষ্যমতে তারা মুসলমানদেরকে কেবল ১৫ হাজার ডিলাসি অর্থ সাহায্যস্বরূপ দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, তারা আমাকে ফোন করে বলে, আমরা আপনার সম্পর্কে শুনেছি আপনি খুবই ভদ্র ও সুশীল মানুষ। আমরা আপনাকে এবং আপনার পিতাকে সাহায্যস্বরূপ ৩০ হাজার ডিলাসি দিতে চাই কিন্তু সমস্যা হলো, আপনি আহমদী। আপনি যদি জামা'ত ছেড়ে দেন তাহলে আপনি এই অর্থ পাবেন। জালু সাহেব বলেন, এটি শুনে এন.জি.ও-কে উত্তর দেই, আমার অর্থে র প্রয়োজন নেই। কেননা জামা'ত আমাদের শিখিয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তার বান্দার জন্য যথেষ্ট। এছাড়া প্রতি বছর আমি জামা'তকে ১৫ হাজার ডিলাসির অধিক চাঁদা দিয়ে থাকি। এটি শুনে তারা খুবই অবাক হয় আর বলে, এত বড় অংকে অর্থ তুমি জামা'তকে কেন দাও?অথচ তুমি নিজেই একজন দরিদ্র মানুষ? এটি শুনে সেই আহমদী বলেন, আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি আমি লাভ করছি আপনিও যদি এটি বুঝতে পারেন তাহলে আপনিও ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হয়ে যাবেন।

এ হলো ঈমানের অবস্থা যা আল্লাহ্ তা'লা এ সকল দূরদূরান্তে বসবাসকারী মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করছেন আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাসকে মানার পর ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

কঙ্গো কিনশাসার আমীর সাহেব লিখেন, জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে আহ্বান জানানো হয়। সে দিনই এক নিষ্ঠাবান আহমদী নুরুদ্দীন সাহেব যিনি পুলিশে চাকরি করেন, তিনি আমাদের মোয়াল্লেম সাহেবকে ফোন করে ডেকে নিয়ে বলেন, আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ নিজের জরুরী প্রয়োজনের জন্য কিছু অর্থ জমা করছিলাম। কিন্তু আজকে জুমুআর খুতবায় মুরব্বী সাহেব ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাই এ অর্থ চাঁদা হিসেবে নিয়ে নিন। তিনি ওয়াকফে জাদীদ খাতে ২ লক্ষ ১০ হাজার ফ্রাংক চাঁদা প্রদান করেন এবং এটি তার সামর্থ্যের নিরিখে খুবই অসাধারণ কুরবানী ছিল। এটি হলো প্রিয় সম্পদকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার দৃষ্টান্ত।

মেসোডনিয়ার মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, এখানে আহমদীদের প্রায় অধিকাংশই দরিদ্র। কিন্তু তবুও তারা আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। একজন আহমদী বন্ধু ফয়সাল সাহেব, যিনি ১৯৯৫ সালে জার্মানিতে বয়আত করেছিলেন। বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে পরবর্তীতে মেসোডনিয়া ফেরত চলে আসেন। শুরুর দিকে জামা'তের সাথে তার যোগাযোগও কম ছিল, পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগ হয়।গত ঈদুল আযহার সময় তিনি দুই-তিন দিন মিশন হাউজে অবস্থান করেন। এ সময় তাকে জামা'তের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। লাযেমী বা আবশ্যিক চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক কুরবানি (অর্থাৎ) তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্ফে জাদীদ সম্পর্কে বলা হয়। তিনি বলেন, ১০/১২ দিন পর আমি তার সাথে দেখা করতে শহরে গেলে ফিরে আসার সময় তিনি আমার হাতে ১০ হাজার দিনার চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন; [এমনিতে এটি সাধারণ একটি অংক, এখানকার হিসেবে প্রায় ৬৩ ইউরো হয়।] এই বন্ধু উপার্জনহীন, দীর্ঘদিন থেকে বেকার। আমি তাকে বলি, আপনি নিজে তো আপনার অবস্থা জানেন, নিজের জন্যও কিছু রাখুন, [কেননা মেসিডোনিয়ার অবস্থার নিরিখে এটি অনেক বড় অংক ছিল।] পরিবারের জন্য খরচ করুন! তিনি জোর করে এবং সানন্দে এই অর্থ নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে ওয়াক্ফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন (এবং বলেন,) তাদের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লা করবেন।

যাহোক এরা হলেন সেসব মানুষ যারা কুরবানীকারী। তাদের যে সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে তা-ই তারা আল্লাহ্ তা'লার পথে দান করেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের পক্ষে এটি সম্ভব নয় যে, সম্পদকেও ভালোবাসবে এবং খোদা তা'লাকেও ভালোবাসবে; কেবল একটিকেই ভালোবাসা থাকা সম্ভব।

অতএব সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে খোদাকে ভালোবাসে। আর তোমাদের কেউ যদি খোদাকে ভালোবেসে এই পথে সম্পদ ব্যয় করে তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধি দেওয়া হবে। কেননা সম্পদ আপনা-আপনি আসে না বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আসে। কাজেই যে ব্যক্তি খোদার খাতিরে সম্পদের কিছু অংশ বিসর্জন দেয় সে অবশ্যই তা পাবে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৩)

অতএব প্রত্যেক কুরবানীকারী আহমদী এ কথার সত্যতার সাক্ষী যে, সম্পদ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে, তিনি (আ.) যা-ই বলেছেন তা সত্য। আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীকে তাদের মান আরো উন্নত করার সামর্থ্য দিন। এছাড়া যারা অধিক স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তাদের কুরবানীর মান উন্নত নয় তারাহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একথার (মর্ম) বুঝতে সমর্থ হোক যেমনটি তিনি বলেছেন, "আমি বারংবার তোমাদের বলছি, খোদা তোমাদের সেবার বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন! তবে হ্যাঁ, তোমাদের প্রতি এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, (তিনি) তোমাদেরকে সেবার সুযোগ দান করেন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

যারা কার্পণ্য করে তাদের এ বিষয়ে প্রণিধান করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের ধনাঢ্য লোকদেরও এই কথা অনুধাবন করার সামর্থ্য দিন।

এরপর আমি এখন বিগত বছরের ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার যে পরিসংখ্যান রয়েছে তা বর্ণনা করছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৫তম বছর ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয় এবং পহেলা জানুয়ারি থেকে নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে আর জামা'তের সদস্যরা ১২.২ মিলিয়নের অধিক, (১২.২১৫ মিলিয়ন, অর্থাৎ) ১কোটি ২২ লক্ষ ১৫ হাজার পাউন্ড কুরবানী উপস্থাপন করেছে।

বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায় এই কুরবানী ৯ লক্ষ ২৮ হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ্।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে যুক্তরাজ্য এবারও বিশ্বের সকল জামা'তের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কানাডা, এরপর জার্মানি; (তারা) তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছে। এরপর চতুর্থ স্থানে রয়েছে আমেরিকা, পঞ্চম স্থানে ভারত, ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত এবং দশম হয়েছে বেলজিয়াম।

মাথাপিছু (চাঁদা) প্রদানের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা, দ্বিতীয় সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য তৃতীয়, অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ ও কানাডা পঞ্চম।

আফ্রিকার জামা'তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাঁদা সংগ্রহকারী জামা'তের মাঝে প্রথমে রয়েছে ঘানা, দ্বিতীয় মরিশাস, তৃতীয় নাইজেরিয়া চতুর্থ বুরকিনা ফাঁসো, পঞ্চম তানজানিয়া, ষষ্ঠ লাইবেরিয়া, সপ্তম গাম্বিয়া, অষ্টম উগান্ডা, নবম সিরেয়া লিওন এবং দশম বেনিন।

নিষ্ঠাবান চাঁদাদাতার সংখ্যা (গত বছরের তুলনায়) এ বছর ৬১ হাজার জন বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট চাঁদাদাতার সংখ্যা ১৫ লাখ ৬ হাজারে পৌঁছেছে। (চাঁদায়) অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যেসব দেশ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তাদের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে উগান্ডা এরপর রয়েছে গিনি বাসাও। এরপর যথাক্রমে ক্যামেরুন, কঙ্গো ব্রাজভিল, নাইজার, কঙ্গো কিনশাসা এবং সবশেষে রয়েছে বাংলাদেশ। এদেশগুলো উল্লেখের দাবি রাখে।

(চাঁদা) সংগ্র হের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের ১০টি বড় জামা'তের মধ্যে প্রথম ফার্নহাম, দ্বিতীয় উস্টারপার্ক, তৃতীয় ওয়ালসল, চতুর্থ ইসলামাবাদ, পঞ্চম জিলিংহাম, ষষ্ঠ সাউথ চীম, সপ্তম অল্ডারশট সাউথ, অষ্টম ব্রাডফোর্ড, নবম চীম এবং দশম ইয়োল। রিজিওনের মধ্যে প্রথম বাইতুল ফুতুহ্ রিজিওন। দ্বিতীয় ইসলামাবাদ, তৃতীয় মসজিদ ফযল, চতুর্থ মিডল্যান্ডস, পঞ্চম বাইতুল এহসান।

আতফাল বিভাগের দিক থেকে শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো, প্রথম স্থানে অল্ডারশট সাউথ, এরপর যথাক্রমে ইসলামাবাদ, ওয়ালসল, ফার্নহাম, রোহ্যাম্পটন, ইয়োল, অল্ডারশট নর্থ, মিচাম পার্ক, বর্ডন, সাউথ চীম এবং বায়তুল ফুতুহ্।

(চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে ছোট জামাগুলোর মধ্যে ৫টি জামা'ত হলো, স্পেন ভ্যালী, কিথলী, নর্থ ওয়েলস, নর্থ হ্যাম্পটন, সোয়ানযী।

(চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে) কানাডার এমারতগুলোর মধ্যে প্রথম হলো ভন, এরপর যথাক্রমে ভ্যানকুভার, ক্যালগেরী, পিস ভিলেজ, টরোন্টো এবং ব্রাম্পটন ওয়েস্ট। প্রথমে ছিল এমারত এখন কানাডার দশটি বড় জামা'ত হলো, প্রথম মিল্টন ওয়েস্ট, দ্বিতীয় হাদীকা আহমদ, তৃতীয় মিল্টন ইস্ট, চতুর্থ উইনিপেগ, পঞ্চম সাস্কাটুন বায়তুর রহমান, ষষ্ঠ ডারহাম ওয়েষ্ট, সপ্তম অটোয়া ওয়েস্ট, অষ্টম ইনিসফিল, নবম রিজাইনা এবং দশম এবোটস্‌ফোর্ড।

আতফাল (বিভাগের ক্ষেত্রে) প্রথম হলো ভন, এরপর যথাক্রমে পিস ভিলেজ, টরোন্টো ওয়েস্ট ক্যালগেরী এবং ব্রাম্পটন ইস্ট। আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে ৫টি শীর্ষ জামা'ত। প্রথমে এমারত ছিল এখন হচ্ছে জামাতগুলো যথাক্রমে এরডরী, সেন্ট ক্যাথেরীন, হাদীকা আহমদ, ইনিসফিল এবং ব্র্যাডফোড ইস্ট।

(চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে) জার্মানির ৫টি (স্থানীয়) এমারতের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে হ্যামবুর্গ, দ্বিতীয় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, তৃতীয় উইযবাদেন, চতুর্থ গ্রস গেরাও এবং (পঞ্চম) রেডস্টেট।

আর (চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে) শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে, রোয়েডার মার্ক, রোডগাও, মাইনস হালকা বায়তুর রশীদ, নোয়েস, ফ্লোরেনয্ হাইম, নিডা, মাহদীয়াবাদ, ফ্রেডবার্গ এবং কোবলেনয্।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (জার্মানির) ৫টি শীর্ষ রিজিওন হলো, হিসেন মিটে, হিসেন সাউথ ওয়েষ্ট, হ্যামবুর্গ, তাউনসন এবং উইযবাদেন।

(চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে) আমেরিকার শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো, প্রথম মেরিল্যান্ড, এরপর যথাক্রমে, নর্থ ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলেস, ডেট্রয়েট, সিলিকন ভ্যালী, বোস্টন, অস্টিন, অশকোশ রচেস্টার এবং ফিনিক্স। আতফাল (বিভাগের ক্ষেত্রে আমেরিকার) শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো যথাক্রমে- সাউথ ভার্জিনিয়া, নর্থ ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড, সিয়াটল, অরল্যাণ্ডো, অস্টিন, সিলিকন ভ্যালী, অশকশ, পোর্টল্যান্ড এবং যায়ন।

পাকিস্তানের শীর্ষ ৩টি জা'মাত হলো, [পাকিস্তানে চরম অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় স্থানীয় মুদ্রামানের তুলনায় তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছে। পাউন্ডের বিপরীতেও তাদের মুদ্রামান একেবারে পড়ে গেছে তা সত্ত্বেও তাদের (চাঁদা) সংগ্রহ অনেক ভালো হয়েছে। জামা'তগুলোর মাঝে] প্রথম লাহোর, এরপর রাবওয়া, এরপর তৃতীয় করাচি।

এছাড়া জেলাগুলোর মাঝে ইসলামাবাদ প্রথম, এরপর যথক্রমে সিয়ালকোট, ফয়সালাবাদ, গুজরাট, গুজরানওয়ালা, সারগোধা, উমরকোর্ট, মুলতান, মিরপুর খাস এবং ডেরাগাজি খান।

আর চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে (পাকিস্তানের শীর্ষ) ১০টি জামা'ত হলো, ইসলমাবাদ শহর, ডিফেন্স লাহোর, টাউনশিপ লাহোর, দারুয যিক্‌র লাহোর, মডেল টাউন লাহোর, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি শহর, আযীযাবাদ করাচী, সামিনাবাদ লাহোর, মোগলপুরা লাহোর।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (পাকিস্তানের) ৩টি বড় জামা'ত হলো, প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া এবং তৃতীয় করাচি। আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে জেলাপর্যায়ে অবস্থান হলো, প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ। এরপর যথাক্রমে শিয়ালকোট, ফয়সালাবাদ, সারগোধা, উমরকোট, মিরপুর খাস, নারোয়াল, নানকানা সাহেব, জেহলম এবং কোয়েটা।

যেসব ছোট জামা'ত (চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে) অসাধারণ উন্ন তি করেছে সেগুলো হলো, শুধু ছোটই নয় বরং বড় বড় শহরও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুজরানয়ালা শহর, গুলশান জামী করাচি, সদর করাচি, রাওয়ালপিন্ডী কেন্ট, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, করীম নগর ফয়সালাবাদ, শিয়ালকোট শহর, পেশোয়ার, সারগোধা এবং ওকাড়া।

ভারতের শীর্ষ ১০টি প্রদেশ হলো, কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জম্মু কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং

শেষাংশ শেষের পাতায়.....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)**

কিন্তু ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ। ফাইভ ভলিউম কমেন্টরী রয়েছে, এর তফসীর পড়। যেখানে এই আয়াত রয়েছে, সেখানে এর বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, এটিই কারণ যা আমি বর্ণনা করলাম- জয়তুন জ্বালানো হলে ধোঁয়া হয় না, শুধু আলো হয়। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। সকল আম্বিয়ার জ্যোতি রয়েছে আর সব থেকে উৎকৃষ্ট জ্যোতি নবী করীম (সা.)-এর জ্যোতি।

হুযুর আনোয়ার সূরা নূরের ৩৬ নং আয়াতের উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর জ্যোতির উপমা সেই তাকের যেখানে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। সেই প্রদীপটি একটি কাঁচের ল্যাম্পের মধ্যে অবস্থিত। আর সেই কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই প্রদীপটি জয়তুনের এমন আশিসমণ্ডিত বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আম্বিয়া (আ.)-এর নুর থাকে আর সব থেকে উজ্জ্বলতম নবী হলে আঁ হযরত (সা.)।

হানিয়া রহমান নামে এক ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, ওয়াকফে নও মেয়েদের কি মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার অনুমতি রয়েছে? যেমন নাসা অথবা স্পেস-এক্স-এর মত সংস্থায় কি তারা কাজ করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমার আগ্রহ থাকলে করতে পার। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত করো যে, যেখানে কাজ করছ, সেখানে নিজের পরিধানের প্রতিও দৃষ্টি রেখো আর সেই পরিধান যেন ইসলামি শিক্ষাসম্মত হয়। কাজ করতে পার, কিন্তু নাসায় যাওয়ার আগে অনুমতি নিয়ে নিও।

মরিয়ম মুবারক আহমদ প্রশ্ন করে যে, সমাপতন বলে কোনও বিষয় আছে কি, না কি সব কিছুকেই আল্লাহ্র ইচ্ছে বলে আখ্যায়িত করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যদি খোদার উপর ঈমান রাখেন তবে আপনি কিছু অর্জন করতে চাইলে তার জন্য দোয়া করেন আর সেটা হয়েও যায়। অনুরূপভঅবে আপনি যদি বলেন যে, অমুক ব্যক্তির আচরণ এমন, ইত্যাদি আর তার জন্য আপনি দোয়া করেন, তখন যদি এমনটা হয়েও যায় তবে আপনি যেহেতু খোদার উপর ঈমান রাখেন, তাই আপনি একথাই বলবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেছেন। আর এমনটা না হলেও বলবেন, নিশ্চয় এতেই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ছিল। কিন্তু যদি কেউ নাস্তিক হয়, তবে সে এই বিষয়গুলিকে সমাপতন বলবে না। যদি কোনও বস্তু হারিয়ে যায় আর সেটি খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনি দোয়া করতে থাকেন আর হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় যে, এই জিনিসটি অমুক স্থানে রেখেছিলাম বা সেই জিনিসটি আপনি কোথাও পেয়ে যান, তখন আপনি যেহেতু এর জন্য দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখেন, তাই এটি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আর আপনি যদি দোয়া নাও করে থাকেন,তবু আমাদের সব সময় চিন্তা করা উচিত যে, প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে। দোয়া ছাড়াই যদি কোনও জিনিস খুঁজেপাওয়া যায় তবুও সেটা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যেই পাওয়া গেছে। দোয়া ছাড়াই যদি কোনও বাসনা পূর্ণ হয়ে যায় তবুও আমরা সেটিকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি হিবেে আখ্যায়িত করব।

সাইদা নওয়াল নামে এক ওয়াকফে নও মেয়ে প্রশ্ন করে যে, ইসতেখারা করার সঠিক নিয়ম কি? যেমন, যদি কোনও বিয়ের প্রস্তাব আসে, তবে সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার জন্য কি আমরা ইসতেখারা করব? নাকি পরিবারের সদস্যরা কথা বলার পর ইসতেখারা করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তুমি বা অন্য কোনও মেয়ে হোক, যখন কোনও বিয়ের প্রস্তাব আসে, প্রথমে সেই বিষয়ে ভাল করে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। যেমন আপাত দৃষ্টিতে ছেলেটি কেমন, ধার্মিকতা কোন মানের, আচরণ কেমন, চরিত্র কেমন? ছেলে যদি ভাল হয়, পরিবার ভাল হয় তবেই ইসতেখারা করো। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করুন যে, ছেলে যদি ভাল হয় তবে আল্লাহ তা'লা যেন সাহায্য করেন।ইসতেখারার অর্থ এই নয় যে, আপনি কোনও স্বপ্ন দেখবেন কিম্বা আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ইলহামের মাধ্যমে বলবেন যে এটা উচিত না অনুচিত। ইসতেখারার অর্থ হল, এটি ভাল হলে আল্লাহ তা'লা যেন আমার মনের আশঙ্কা ও সংশয় দূর করে দেন আর এই সম্পর্কে আমার জন্য কল্যাণমণ্ডিত করেন। আর এটি যদি আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তবে এই বিবাহ প্রস্তাবটিকে আমার থেকে দূরে করে দেন। অতএব, ইসতেখারা হল আপনার মন আশ্বস্ত হয়। একশ ভাগ আশ্বস্ত হওয়া কঠিন, কিন্তু ৯০ শতাংশ আশ্বস্ত হতে পারেন। মন আশ্বস্ত হলে প্রস্তাব গ্রহণ করে নেওয়া উচিত আর আশ্বস্ত না হলে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

সায়েরা ভট্টি নামে এক ওয়াকফে নও বালিকা প্রশ্ন করে যে, ফিরিশতাদের আয়ুও কি মানুষের মত সীমিত নাকি আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সৃষ্টি করার পর তারা চির অমর থাকে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ফিরিশতাদের কোনও বাহ্যিক রূপ থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাদের বিভিন্ন নাম রেখেছেন, যেমন-জিবরাঈল (আ.) যিনি আম্বিয়া (আ.)-এর নাযেল হন। হযরত ঈসা (আ.) পর তিনি পায়রা রূপে নাযেল হয়েছিলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর উপর মানব রূপে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কোনও বাহ্যিক রূপ থাকে না। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশিত হয়। যেহেতু তাদের কোনও দেহ নেই, তাই তারা জন্ম বা মৃত্যুর মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক, তিনি যতদিন চান তাদেরকে জীবিত রাখতে পারেন। কেননা, প্রতিটি বস্তু লয়শীল, তাই আল্লাহ্ই উত্তম জানেন যে, তিনি ফিরিশতাদের কিভাবে মৃত্যু দান করবেন। যেহেতু তারা দেহ বিশিষ্ট সত্তা নয়, তাই তারা মানুষের মত মারা যায় না।

আফশাঁ জোহরা মিঞা প্রশ্ন করে যে, আহমদী মেয়েরা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার জন্য কি কিছু করতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদেরকে বেশি করে গাছ লাগানো উচিত। এছাড়া একান্ত প্রয়োজনেই গাড়ি ব্যবহার করুন। একশ মিটার দূরে বার্গার আনতে যাওয়ার মত সামান্য কাজেও যেন গাড়ি বের করে বসবেন না। পরিবেশকে দূষিত করবেন না। কার্বন নির্গমন হ্রাস করুন এবং গাছ লাগান। প্রতিটি ওয়াকফে নওকে বছরে অন্তত দশটি গাছ লাগানো উচিত। এইভাবে আমরা হাজার হাজার গাছ লাগাতে পারব আর এর থেকে পরিবেশের সাহায্যহবে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করতে হবে আর মানুষকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। চেষ্টা করুন জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রীন হাউস এফেক্ট-এর বিরুদ্ধে প্রচারক হওয়ার। এইভাবে আপনি নিজের দেশ, এলাকা এবং শহরকে সাহায্য করতে পারেন।

হিবাতুল হাঈ মিশকাত নামে ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, সমস্ত মূসী (ওসীয়্যতকারীর) নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যাবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের এমনটি আশা করা যায় তারা সকলে জান্নাতে যাবে। কেননা তারা নিজেদের সম্পদের একটা বড় অংশ আল্লাহ্ তা'লার পথে ত্যাগ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার জন্য কাজ করে, আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ করতে উন্মুখ হয়ে থাকে, সেই সঙ্গে তারা পুণ্যবানও বটে- এমন নয় যে মূসী হয়েও পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে না, ঝগড়া করে, তার মধ্যে কুঅভ্যাস রয়েছে, চারিত্রিক অবস্থা উন্নত নয়, অথচ সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখে, এমন ব্যক্তির আশা পূর্ণ হবে না। যদি কেউ ধর্মের সঙ্গে ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখে, পাঁচ ওয়াক্ত নিয়ম করে নামায পড়ে, হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদের প্রতি যত্নবান হয়, উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে আর আল্লাহ্ তা'লার পথে তাঁর ধর্মকে প্রাধান্য দানের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করে- এই সমস্ত বৈষিষ্টাবলী যখন কোনও ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়, সেই ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতী। সমস্ত বিষয় বিচার বিবেচনা করা হয়। আজীবন আর্থিক ত্যাগস্বীকার এবং মৃত্যুর পর বিরাট অংকের অর্থ আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করে তবেই আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন এবং জান্নাতে স্থান দিবেন।

ফাতিহা মসরূর নামে এক ওয়াকফে নও মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আমি ও আমার বোন নিয়মিত মসজিদে যাই। আমাদের জামাত বেশ বড়, কিন্তু আমাদের বয়সের কেউ মসজিদে আসে না। তবে আমি ও আমার বোন কিভাবে আহমদী বান্ধবী তৈরী করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন, দেখ, শিশুদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে নামায পড়া ফরজ নয়। আপনি গেলে ভাল কথা। কিন্তু এমনটাও নয় যে শুধু আপনিই মসজিদে আসেন, সেখানে আরও অন্যান্য শিশুরাও নিশ্চয় যায়। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি উত্তর দেয়, হুযুর! বড়রা আসে সেখানে।

হুযুর আনোয়ার হেসে বলেন, বেশ, বড়দেরকে বলবেন, তারা যেন নিজেদের মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।তারাও জানতে পারবে যে আপনি আসেন আর তারা বাড়ি গিয়ে তাদের মেয়েদের বলবে যে, সপ্তাহে অন্তত এক বা দুইবার মসজিদে যেতে। দ্বিতীয়ত, মসজিদ ছাড়াও দেখতে পারেন- সেখানেও ভাল মেয়ে থাকতে পারে, আপনার আশপাশে দেখুন, আপনাদের বিভিন্ন এজলাস এবং মিটিং-এও অংশগ্রহণ করুন।

ওয়াকফে নও ছেলেদের ক্লাস।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর হাদীস উপস্থাপন করে এর ইংরেজি অনুবাদ শোনানো হয়।

'হযরত আবু আবাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) কে তিনি বলতে শুনেছেন: যার পা-দুটি খোদার পথে ধূলি-ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য দোযখকে নিষিদ্ধ করে দিবেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জুমা)

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন, উর্দু বলা ও পড়া শেখ যাতে তোমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক আসল রূপে পড়তে পার। অনুবাদ প্রকৃত লেখনীর প্রতি সুবিচার করতে পারে না। অনুবাদ থেকে বুঝতে পারবেন যে হযরত আকদস (আ.) আমাদের কাছে কি চান।

এর থেকেও জরুরী হল আপনি যখন তিলাওয়াত করেন তখন এর অর্থ বোঝার চেষ্টাও করুন। প্রতিদিন কুরআন করীমের এক রুকু অনুবাদসহ তিলায়াত করবেন। আল ইসলাম ওয়েব সাইটে আক্ষরিক অনুবাদও পাওয়া যাচ্ছে- অন্তত কয়েকটি পারা তো রয়েছে, বাকি শীঘ্রই আসবে। তাই কুরআন করীমের অনুবাদ শেখার চেষ্টা কর, যাতে বুঝতে পারেন যে আল্লাহ্ আপনাদের কাছে কি চান, তাঁর বিধিনিষেধ কি কি, ধর্ম অনুশীলন করার জন্য কি কি নির্দেশনা রয়েছে- এই সব কিছু শিখতে পারবেন। বেশ। এই দুটি কথা সব সময় মনে রাখবে।

এরপর আরও একটি জরুরী বিষয় হল পাঁচ ওয়াক্ত নামায। নামায কখনও কোনওভাবেই ভুলবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েছেন তারা হাত তুলুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। আপনাদের সকলের পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়া উচিত।

এরপর ওয়াকফে নও ছেলেদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

তয়মুর আব্দুল্লাহ্ নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, যুক্তরাষ্ট্র জামাতের সদস্যদেরকে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সমষ্টিগতভাবেও কোন বিষয়টিতে উন্নতি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়ম মেনে পড়ুন। এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে এই লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে, তারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়বে। শুধু নামাযই পড়াই নয়, নামাযে পূর্ণ মনোযোগও দিতে হবে। নামায পড়লে পরে নিজেদের দায়িত্বাবলীর প্রতি যত্নবান হবেন, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানকারী হবেন, নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে আরও বেশি করে জানবেন এবং নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝতে শিখবেন।

এহতেশাম নাজীব চৌধুরী প্রশ্ন করে যে, খিলাফতের পূর্বে হুযুর কিভাবে যুগ খলীফার সঙ্গে নৈকট্যের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন? বিশেষ করে হুযুর যখন এত দীর্ঘ সময় ঘানায় ছিলেন এবং খিলাফত যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার পর হুযুর বেশ কিছু সময় রাবোয়ায় ছিলেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্রবাসীরাও সেইভাবেই খিলাফতের নৈকট্য অর্জন করতে পারি, সেই জন্য হুযুর আমাদেরকে উপদেশ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার বেড়ে ওঠা এমন এক পরিবেশে যেখানে শেখানো হত যে খিলাফত ছাড়া জীবন নেই, কোনও আধ্যাত্মিক জীবন নেই। ওয়াকফ করার পর আমি যখন ঘানায় যাই, সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহে.) কে নিয়মিত চিঠি লিখতাম। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.)কেও এইভাবেই চিঠি লিখতাম। এছাড়া আমি নিজের জন্য দোয়াও করতাম যাতে সবসময় খিলাফতের নৈকট্য লাভ করি আর কখনও এমন কিছু না করি যা খিলাফতকে কষ্ট দেয়।এই কাজগুলির মাধ্যমে আপনারা খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে পারেন। খলীফাতুল মসীহ সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক বজায় রাখুন আর যুগ খলীফার জন্য সব সময় দোয়া করতে থাকুন। নিজের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদেরকে ঈমানের চেতনায় সমৃদ্ধ করেন এবং খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সম্পর্ককে উন্নতি ও দৃঢ়তা দান করেন।

কমর আহমদ খান প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা সূরা নিসার ১২০ নং আয়াতে বলেন-'শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে আর তারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন করবে।'

চিকিৎসা জগত উন্নতির সেই সীমায় পৌঁছে গেছে যে আমরা নিজেদের চেহারা আরও সুন্দর করতে পারি। যেমন কসমেটিক সার্জারি, বোটক্স এবং বিভিন্ন ধরণের ট্রান্সপ্লান্টের ম্যামে। এই পদ্ধতি কি কুরআন করীমের আদেশের পরিপন্থী?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষকে এই জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন আর এই জ্ঞান দান করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যই। এটি কোনও পরিবর্তন তো নয়। এটা মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা অন্য এক প্রকারের পরিবর্তনও করবে যা তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে আর সমাজের শান্তি নষ্ট হবে। সেটি হল ক্লোনিং। ক্লোনিং করা নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে মানুষের যাবতীয় গুণাবলী পরিবর্তন করে তাকে পশুতে পরিণত করতে পারেন। অনুরূপভাবে পশুদের রূপ পাল্টে দেওয়া যায়। এই কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি মানুষের কল্যাণের জন্য, এগুলি বৈধ।

মুস্তাফা আহমদ যাফরুল্লাহ্ প্রশ্ন করে যে, অনেক সময় আমরা ওয়াকফে নও হিসেবে মনে করি যে, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতের পৃথক পৃথক কাজ করছি আর যথারীতি ওয়াকফ করা আবশ্যক নয়। আমরা নিজেদেরকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদেরকে এটা দেখতে হবে যে, আপনাদের পিতামাতা স্বল্প সময়ের জন্য আপনাদেরকে ওয়াকফ করেছিলেন না কি স্থায়ীভাবে খিদমতের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। আপনারা ভেবে দেখুন যে, আপনাদের পিতামাতা আপনাদেকে আহমদীয়াতের সেবায় সারা জীবনের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। এম.টি.এ, সিকিউরিটি ইত্যাদি বিভাবে স্বল্প সময়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের মত কাজ করা যথেষ্ট নয়। এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে, পনোরো বছর বয়সে পৌঁছে আপনারা নিজেদের অঙ্গীকারের নবায়ন করে জানিয়ে দিন যে ওয়াকফ অব্যাহত রাখতে চান। এরপর পনরায় ২১ বছর বয়সে অঙ্গীকার নবায়ন হওয়া উচিত। মরকযকে যথারীতি জানিয়ে দিন যে, আপনি কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং কতদিন পর্যন্ত তা জারি থাকবে। মরকযের কাছে জেনে নিন যে, জামাতের আপনার সেবার প্রয়োজন আছে, না কি আপনি নিজের কাজ করবেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন? মরকয আপনাকে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশদনা পাঠিয়ে দিবে। আপনাদের অঙ্গীকার অনুসারে জামাতকে সেবাদান করা আপনাদের কর্তব্য। যেমনটি জন্মের পূর্বে আপনাদের পিতামাতা অঙ্গীকার করেছিলেন।

মুদাসসির আহমদ সাহেব প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন আগে থেকেই আমাদের ভাগ্য লিখে রেখেছেন, তবে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কেন পরিশ্রম করব?

হুযুর আনোয়ার আনোয়ার বলেন: আপনার ভাগ্য তো আল্লাহ্ তা'লা জানেন, আপনি জানেন না। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন, তোমরা ভাল কাজ করলে ভাল প্রতিদান পাবে আর মন্দ কাজ করলে প্রতিদান হবে শাস্তি। আল্লাহ্ তা'লা কখনও একথা বলেন নি যে, আত্মসংশোধন করা যাবে না। আর একথাও বলেন নি যে তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না। কথিত আছে, এক কুখ্যাত অপরাধী ৯৫জনকে হত্যা করেছিল। অবশেষে তার মনে অনুশোচনা জাগে যে, সে এত মানুষকে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ তা'লা হয়তো তাকে কখনও ক্ষমা করবেন না। কেউ তাকে বলে অথবা তার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা অতীব দয়ালু। তাই সে এক পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি এই এই অপরাধ করেছি, আল্লাহ্ তা'লা কি আমাকে ক্ষমা করবেন? উত্তরে সেই পুণ্যবান ব্যক্তি তাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না। সে ভাবল, যেখানে ৯৯জনকে হত্যা করেছি, তোমাকে করলেই বা কি আসে যায়? তাই সে তাকেও হত্যা করে ফেলে। এরপর কেউ তাকে বলে যে, সেই ব্যক্তি তাকে যা কিছু বলেছিল তা সঠিক ছিল না। তুমি অমুক স্থানে যাও, সেখানে এক ব্যক্তি তোমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করবে। এই কথা শুনে সেই অপরাধী ব্যক্তি তার সাক্ষাত পাওয়ার আশায় রওনা হল। কিন্তু পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর জান্নাত ও দোযখের ফিরিশতারা তার কাছে এসে উপস্থিত হল। জান্নাতের ফিরিশতা বলল, এই ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হয়েছিল আর পথেই মারা যায়। তাই আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে এসেছি। অপরদিকে দোযখের ফিরিশতা বলছিল, এই ব্যক্তি ভীষণ অত্যাচারী, সে জাহান্নামে যাবে। তখন তারা রাস্তা মেপে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিল। আল্লাহ্ তা'লা এমন করলেন যে, যে ব্যক্তির কাছে সেই অপরাধী ক্ষমা লাভের আশা নিয়ে যাচ্ছিল আর যতটা পথ সে অতিক্রম করেছিল তা অবশিষ্ট থাকা দূরত্বের থেকে

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

বেশি ছিল। তাই জান্নাতের পক্ষ থেকে আসা ফিরিশতা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। এই রূপে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে দেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। একথা বলা যাবে না যে তিনি ভাগ্য জানেন। তিনি অবশ্যই ভাগ্য জানেন, কিন্তু ক্ষমাশীলতাও তাঁরই গুণ। তিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলা, যে সীমা পর্যন্ত আমাদেরকে আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা মেনে চলার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি এমনটি করি, তবে আল্লাহ্ চাইলে আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। এছাড়াও আল্লাহ্ ভাগ্য পরিবর্তনও করতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি অসৎ কাজ করতে থাকি তবে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দিবেন এবং আমরা যদি অনুতপ্ত হই আর আল্লাহর সামনে নতজানু হই তবে নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করবেন।

গুলফাম আশরাফ নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যা কি আহমদীদের প্রতি অত্যাচারের শাস্তি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা শুধু আহমদীদের উপর অত্যাচারের শাস্তি নয়, আরও অনেক পাপ রয়েছে। এখন তাদের রাজনীতিক এবং মোল্লারাও একথা বলতে শুরু করেছে যে, দেশে বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অরাজকতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা-এই সব কিছু খোদা তা'লার প্রকোপ। কিন্তু তারা একথা বুঝতে চায় না যে, তাদের মন্দ কর্মসমূহ ও নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করার পরিণাম। আমার মতে আহমদীদের উপর অত্যাচার এর একটি কারণ হতে পারে।

ফাতেহ আহমদ নুন নামে খাদিম প্রশ্ন করে যে, অনেক সময় নামায যথাসময়ে পড়তে অলসতা দেখা দেয়। আর সংকল্প করি যে, এরপর থেকে আর অলসতা করব না। এই অলসতা কিভাবে দূর করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কখনও আপনি একথা ভেবেছেন যে, যখন আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন খাবার খেতে ভুলে যান? তাই আপনি যখন ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও খেতে ভোলেন না, তবে নামায হল আপনার আধ্যাত্মিক আহার। যদি আপনার ঈমান পোক্ত হয়, আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসেন আর মনে করেন যে এটা আপনার কর্তব্য, তবে আপনি অবশ্যই নামায পড়বেন। আপনি যখন নামাযের গুরুত্ব বোঝেন, নামাযের মাধ্যমে মানুষ তার স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করে। আপনি জানেন যে আল্লাহ্ তা'লাই সব কিছু দান করেছেন। যা কিছু আপনার কাছে তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা-তবে নিশ্চয় আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। এর একটি পদ্ধতি হল কোনও অলসতা না করে নামায পড়ে নেওয়া।

ইসমাঈল আহমদ নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, সম্প্রতি রানি এলিজাবেথের মৃত্যু হয়েছে। হুযুর আনোয়ার তাঁর পরিবারকে শোকবার্তা জানিয়েছেন। রানি এলিজাবেথের এমন গুণ আছে যা হুযুরের সব থেকে বেশি পছন্দীয় ছিল আর সেই গুণ ভবিষ্যতের নেতাদের নিজেদের মাঝে তৈরী করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি তো এ বিষয়ে ভাবি নি। তিনি দেশের রানি ছিলেন। আর ব্রিটেনের নাগরিক হিসেবে শোক জ্ঞাপন করা আমার কর্তব্য। ব্রিটিশ সরকার সব সময় সকল ধর্মকে স্বাধীনতা দিয়েছে, এমনকি ঔপনিবেশিক যুগেও। ভারতীয় উপমহাদেশে খৃষ্টানদের রাজত্ব হওয়া সত্ত্বেও, খৃষ্টান এবং খৃষ্টান পাদ্রীরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ সত্ত্বেও মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এর পূর্বে শিখ রাজত্বের সময় মসজিদ শূন্য পড়ে থাকত, ইবাদত করার অনুমতি থাকত না। এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও তাদের প্রশংসা করেছেন। অবশ্য তারা অনেক ভুল কাজও করেছে, কিন্তু সমস্ত ধর্মকে স্বাধীনতা দেওয়া নিঃসন্দেহে ভাল পদক্ষেপ ছিল আর এই কারণেই তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ব্রিটিশ রাজত্বের কারণে মুসলমানরা নিরাপদ ছিল, অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যেত।

শায়ান আসলাম নামে এক খাদিম বলেন, 'হুযুর আনোয়ার যাইয়ন, ডালাস এবং এখন মেরিল্যাণ্ডে এসেছেন। এই পর্যন্ত হুযুরের কোন বিষয়টি পছন্দ হয়েছে আর কোন ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সব জায়গাই ভাল। যেখানেই আমি আহমদীদের দেখেছি তারা খুব ভাল, ঈমানে পোক্ত, হাসি-খুশি, নামাযের জন্য আসছেন। এই দেখেই আমি আনন্দিত হই। কোনও তুলনা করা যেতে পারে না। আমি বাইরে কোথাও তো যাই নি, শুধু মসজিদেই গেছি আর আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। আপনাদের ঈমান মজবুত থাকুক, খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক- এতেই আমার আনন্দ। আমি দোয়া করি, আপনারা যেন নিজেদের ঈমান এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেন।

মির্যা মামুন আহমদ বেগ প্রশ্ন করে যে, এমন ব্যক্তিদের জন্য হুযুরের কি নির্দেশনা রয়েছে যারা মানুষের সেবার জন্য উকিল হিসেবে তৈরী হচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'ন্যায় বিচার' আর চেষ্টা করুন পরিপূর্ণ ন্যায় ও সুবিচারের বিষয়ে কুরআন করীমে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সন্ধান করার । কুরআন করীমের একাধিক আয়াত থেকে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে। আমিও একাধিক স্থানে ভাষণ দেওয়ার সময় সেই সব আয়াতগুলি বর্ণনা করেছি, সেখান থেকেও পেয়ে যাবেন। তাই যদি পরিপূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন বা এর জন্য নিজের অবদান রাখতে পারেন তবে এর থেকে ভাল মানব সেবা আর কি হতে পারে?

ফারান সামী জাদরান নামে এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, হুযুরের মতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসী আহমদীদের জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পাদন করা কি নিরাপদ?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অবশ্যই। আপনি করতে পারেন। কারো পাসপোর্টে লেখা নেই যে, সে আহমদী। কিছু আহমদী এমনও আছেন যাদের কাছে পাকিস্তানের পাসপোর্ট রয়েছে, যেখানে আহমদী বলে উল্লেখ করা আছে। তা সত্ত্বেও তারা হজ্জ ও উমরা করতে যান। আপনি যেতে চাইলে যেতে পারেন।

ফাহাদ মিঞা নামে এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, হুযুর যখন কোনও দেশে সফর করেন, তখন সে দেশে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এবং তাদের পরিবারের বাসনা থাকে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করার। কিন্তু খুব কম মানুষ এই সৌভাগ্য লাভ করেন। যে সব আহমদীদের সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হয় নি, তাদের উৎসাহ দানের জন্য হুযুর কি বার্তা দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হুযুর আনোয়ার বলেন,অনেক আহমদী আছেন, শুধু এখানেই নয়, অন্যান্য দেশেও। পাকিস্তানেও আছেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ আহমদী আছেন। ভারতে, আফ্রিকায়- খলীফা তো সকলের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাত করতে পারে না। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, প্রত্যেক আহমদী এম.টি.এ-র মাধ্যমে যুগ খলীফার সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রত্যেক জুমআয় আপনারা যুগ খলীফার খুতবা শুনতে পারেন। তাই খিলাফতের সঙ্গে আপনার যদি দৃঢ় সম্পর্ক থাকে, তবে খুতবা শুনুন এবং সেই অনুসারে আমল করার চেষ্টা করুন। এভাবে আপনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন, খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে পারবেন। শুধু পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত করাই যেন আপনার লক্ষ্য না হয়। আসল বিষয় হল নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার চেষ্টা করা।

আওসাফ আহমদ তাফহীম নামে এক তিফল বলে, 'আমার বয়স ১২ বছর। আমার প্রশ্ন হল, হুযুর যখন আমার বয়সের ছিলেন, তখন কোন খেলাটি তাঁর সব থেকে বেশি প্রিয় ছিল আর কোনটি প্রিয় বিষয় ছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন:আমি ক্রিকেট খেলতাম। তবে আমি খেলাধুলায় ভাল ছিলাম না।' এরপর হুযুর আনোয়ার হেসে বলেন, 'আপনি যদি সত্যি কথা শুনতে চান, আমি বলব, আমার কোনও বিষয়ই প্রিয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি মাঝারি মানের ছাত্র ছিলাম।

কিন্তু আপনাদের এমনটি হলে হবে না। আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। আপনি ওয়াকফে নও। কি হতে চান আপনি? আওসাফ আহমদ উত্তর দেয়, 'আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।' হুযুর আনোয়ার বলেন, 'বেশ, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে পরিশ্রম কর।

এহতেশাম আব্বাসি সাহেব নিবেদন করে যে, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি জামাতের কাজকর্মের মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি পাঁচ দিন কলেজ যান আর সপ্তাহান্তের দুটি দিন ছুটি পান। এই সময়টুকু এদিক সেদিকে নষ্ট না করে, কম্পিউটারে অনর্থক কিছু না দেখে সেই সময়টুকুই জামাতকে দিতে পারেন। প্রথমত, খুদ্দামুল আহমদীয়াকে বলুন আপনাকে কিছু কাজ দিতে। এরপর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন যে সপ্তাহান্তে চার বা পাঁচ ঘন্টা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যয় করবেন। (চলবে....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 23 Feb, 2023 Issue No.8

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ ও আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানে সেবাদানে ইচ্ছুক প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের শর্তাবলী

১) প্রার্থীর বয়স অনুর্ধ্ব ২৫ এবং কমপক্ষে ১৮ হতে হবে।২) শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিকে কমপক্ষ্যে ৪৫% নম্বর সহ উত্তীর্ণ হতে হবে।৩)উর্দু ও ইংরেজি টাইপিং-এ তুখড় হতে হবে। টাইপিং স্পীড মিনিটে অন্তত ২৫টি শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সব আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলিই বিবেচনাধীন হবে। ৫) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ হবে। প্রশ্ন পত্রের প্রত্যেকটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

প্রথম ভাগ: কুরআন করীম দেখে পড়া। প্রথম পারা অনুবাদ।
চল্লিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) (৩০ নম্বর)

২য় ভাগ: কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত
জামাতের আকিদা বিষয়ক প্রবন্ধ লেখনী।, দুররে সামীন (শানে ইসলাম) নযমগুচ্ছ থেকে নযম। (৩০ নম্বর)

৩য় ভাগ: উচ্চমাধ্যমিক সমমানের ইংরেজি। (২০ নম্বর)

৪র্থ ভাগ: মাধ্যমিক মানের গণিত। (কেরানী অফিস সম্পর্কিত প্রশ্ন) (২০ নম্বর)

৫ম ভাগ: সাধারণ জ্ঞান। (১০ নম্বর)

* কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। * লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। *প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(বি.দ্র: লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ ও আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ান-এ মালি/কেয়ারটেকার/চৌকিদার/রাধুঁনি/নানবাই/খাদিম মসজিদ হিসেবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি।

১) প্রার্থীর বয়স বয়স ১৮ বছরের বেশি ও ৪০ বছরের কম হতে হবে।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হতে হবে। ৫) ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৬)প্রার্থীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৭) নির্বাচন হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ৮) প্রার্থীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা) ই-মেল: diwan@qadian.in

Nazarat Deewan, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian
Pin-143516
Office: 01872-501130, 9682587713, 9682627592

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

১পাতার শেষাংশ.....

সমুদ্রকে পুষ্ট রাখতে পাহাড় রয়েছে যেখানে জল সঞ্চিত থাকে। সেখান থেকে নদ-নদীর মাধ্যমে জলের প্রবাহ বিশেষ বিশেষ পথে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়, নদীর ধারাগুলি ভূ-পৃষ্ঠে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে না যাতে তা মানুষের বসবাসের যোগ্য না থাকে। এই বিষয়গুলি থেকে একটি স্পষ্ট উপসংহারে পোঁছনো যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবী বিভিন্ন বস্তসমূহের সমষ্টি নয়, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন যেন একই শৃঙ্খলের এক একটি আংটা। একটি আংটা বের করে দিলে সেটি আর শৃঙ্খল থাকে না। অনুরূপভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে একটি বস্তু বের করে দিলে সমস্ত জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। সমুদ্রকে শুকিয়ে দিয়ে পানি শেষ হয়ে যাবে আর নদী শুকিয়ে দিলে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে। নদীর জন্য গতিপথ তৈরী করে সেই উতরাই সমান করে দিলে সমস্ত জগতের পানি ছড়িয়ে পড়বে আর পৃথিবী বসবাসযোগ্য থাকবে না। পর্বত সরিয়ে দিলে ভূমিকম্প হয়ে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। নদ-নদীর জন্য জলরাশি অবশিষ্ট থাকবে না আর সমস্ত পানি একত্রে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। একদিকে পৃথিবীতে বন্যা দেখা দিবে অপরদিকে সারা বছর জলের সহজলভ্যতা বজায় থাকবে না। চাঁদ-সূর্য সরিয়ে দিলে পৃথিবীর সৃষ্টি-শৃঙ্খলার উপর তাদের যে প্রভাব ছিল তা বিলুপ্ত হবে আর পৃথিবীর অবস্থা আগের মত থাকবে না। সূর্যকে পৃথক করে দিলে মেঘমালা থাকবে না আর মানুষ পানির জন্য হাহাকার করবে। শাক-সজি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে এবং প্রাণীজ খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। মোটকথা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একত্রে মানুষের সেবায় নিয়োজিত, এর প্রতিটি অংশ অপর অংশকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যম। এমনটি হলে দুই খোদার মতবাদটি কিভাবে সঠিক হতে পারে? পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যদি একাধিক খোদা হত,তবে কোন অংশটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সেটি অন্য থেকে আলাদা আর তাতে বোঝা যেতে পারে যে, সেটি অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? আর যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি শৃঙ্খলে সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে এর স্রষ্টা হিসেবে একজন খোদাকেই স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় একথা বলতে হবে যে, খোদা তা'লার মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি ছিল না। এইজন্য একাধিক খোদা মিলে কাজ ভাগ করে নিয়েছে এবং পূর্ব প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের নিজের অংশের কাজ পূর্ণ করেছে। কিন্তু মুশরিকরাও এমন মতবাদ পোষণ করে না আর তা বাস্তববুদ্ধির পরিপন্থী। কেননা অসম্পূর্ণ সত্তা খোদা হতে পারে না। অতএব এই প্রমাণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনিই তোমাদের খোদা, যিনি এক ও অদ্বিতীয়।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৬)

খুতবার শেষাংশ.....

দিল্লী। (চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের) শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো (যথাক্রমে), কোয়েম্বাটুর, হায়দ্রাবাদ,কাদিয়ান, কেরোলাই, পার্থাপুরাম, বেঙ্গালুরু, মেলাপেলায়াম,কোলকাতা, কালিকাট এবং কেরঙ্গা।

অস্ট্রেলিয়ার (শীর্ষ) ১০টি জামা'ত হলো, প্রথম ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন লঙ্গাওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, লোগান ইস্ট, মেলবোর্ন বেরভিক, প্যানরিথ, পার্থ, এডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন ক্লাইড এবং এডিলেইড ওয়েস্ট।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে (অস্ট্রেলিয়ার) জামা'তগুলো হলো, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন লঙ্গাওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, মেলবোর্ন বেরভিক, লোগান ইস্ট, প্যানরিথ, পার্থ, এডিলেইড সাউথ, এডিলেইড ওয়েস্ট এবং মেলবোর্ন ক্লাইড।

আতফালদের ক্ষেত্রে (অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ জামা'তগুলো হলো,) মেলবোর্ন লঙ্গাওয়ারেন, লোগান ইস্ট, প্যানরিথ, পার্থ, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন ক্লাইড, এডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন বেরভিক, মাউন্ট ড্রুইট এবং মেলবোর্ন ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা সকল (আর্থিক) কুরবানীকারীর ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন। (আমীন)

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir